CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-341 ■ 10 September, 2026 ■ আগরতলা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২৩ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ভুয়ো রাজনৈতিক দলের ১০ হাজার কোটির কর ফাঁকি, অভিযোগ কংগ্রেসের, তদন্তের দাবি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ।। ৩,২৬০টি নিবন্ধিত অথচ অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে (আরইউপিপি) ব্যবহার করে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগ তুলে এই বিষয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠনের দাবি জানাল কংগ্রেস। একইসঙ্গে এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ও কঠোর শাস্তির দাবিও জানিয়েছে প্রধান বিরোধী দল।

বুধবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও দলীয় মুখপাত্র শক্তিসিংহ গোহিল অভিযোগ করেন, এই ধরনের রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্যবহার করে কালো টাকা সাদা করার পাশাপাশি কর ফাঁকির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক অনুদানের নামে কর সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং পরে কমিশন কেটে সেই অর্থের একটি অংশ নগদে দাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হচ্ছে।

গোহিলের অভিযোগ, এ ধরনের দলের মাধ্যমে ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ ঘোরানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন কেটে নেওয়ার পর বাকি টাকা নগদে ফেরত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

কংগ্রেস নেতা বলেন, আয়কর আইনের ৮০জিজিবি এবং ৮০জিজিসি ধারায় নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অনুদানের ক্ষেত্রে কর সুবিধার বিধান রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এই আইনি সুবিধাকেই কাজে লাগিয়ে ভুয়ো অনুদান দেখিয়ে কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

এ ধরনের ঘটনায় আয়কর দফতর ও সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালগুলি অনিয়ম শনাক্ত করার পরও কেন কঠোর জরিমানা এবং ফৌজদারি মামলা শুরু করা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন গোহিল। তিনি আয়কর আইনের ২৭৬সি(১) এবং ২৭৭ ধারার উল্লেখ করে বলেন, ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকি এবং মিথ্যা তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিয়েও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। গোহিলের দাবি, ২০১৪ সালে নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকায় রাজনৈতিক দলগুলির অনুদান ও ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ এবং আয়কর দফতরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য ভাগ করে নেওয়ার কথা বলা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্তে জেপিসি গঠন, ভুয়ো অনুদানের ক্ষেত্রে ২০০ শতাংশ জরিমানা, সংশ্লিষ্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও রাজনৈতিক দলের পরিচালকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা এবং অনুদানদাতা ব্যক্তি ও সংস্থার নাম প্রকাশ্যে আনা। এছাড়াও, এই ধরনের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরবর্তীতে কারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁদের মধ্যে কারা বিজেপির পদাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, সেই তথ্যও প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন গোহিল।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 'কালো টাকা নিয়ে দ্বৈত নীতি' গ্রহণের অভিযোগ তুলে গোহিল বলেন, একদিকে সরকার বেআইনি সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে, অন্যদিকে এই কথিত কর কেলেঙ্কারির অভিযোগে নীরব রয়েছে।

চার মাস ধরে বেতনহীন মিড ডে মিল কর্মীরা

শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। টানা চার মাস ধরে বেতন না পাওয়া, নতুন কর্মী নিয়োগ না হওয়া এবং কাজের তুলনায় অপ্রতুল পারিশ্রমিকের অভিযোগ তুলে শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা মিড-ডে মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। বুধবার সিআইটিইউ অনুমোদিত এই সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা আগরতলা শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।

এদিনের ডেপুটেশনে সংগঠনের পক্ষ থেকে মূলত তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যের মিড-ডে মিল কর্মীরা গত চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে নতুন কর্মী নিয়োগ না হওয়ায় বর্তমানে কর্মরতদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ তৈরি হয়েছে। কাজের তুলনায় তাঁদের পারিশ্রমিকও অত্যন্ত কম বলে দাবি সংগঠনের।

মিড-ডে মিল কর্মীদের অভিযোগ, নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় তাঁরা চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

দুর্গাপূজার সময় অতিরিক্ত কাজ করতে হলেও সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ করা হয়।

সংগঠনের নেতৃত্বের আরও দাবি, পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের সময় মিড-ডে মিল কর্মীরা যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেতেন, বর্তমানে তার অনেকটাই বন্ধ বা সংকুচিত হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচি থেকে বর্তমান বিজেপি সরকারের নীতিরও সমালোচনা করেন সংগঠনের নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মীদের বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত কর্মী-সমর্থকদেরও বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। তবে এগুলি সংগঠনের পক্ষ থেকে করা অভিযোগ; এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা-ও প্রকাশ করা হবে।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বক্তব্য, বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য রান্না করা এবং খাবার পরিবেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছেন। অথচ তাঁদের নিজেদের বেতনই যদি মাসের পর মাস আটকে থাকে, তাহলে পরিবার-পরিজন নিয়ে তাঁদের জীবনযাপন কীভাবে সম্ভবসেই প্রশ্নও তোলেন তাঁরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে চার মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ, প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন মিড-ডে মিল কর্মী নিয়োগ এবং কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সংগঠন।

বিজেপি ও মথার জনভিত্তি দুর্বল হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। *এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকজোটের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী ও সহ-সভানেত্রী পৃথা দেব উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এডিসি নির্বাচন, বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা, হামলা এবং পাহাড়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন তিনি।*

প্রবীর চক্রবর্তীর অভিযোগ, শাসকজোট যদি সত্যিই দাবি করে থাকে যে পাহাড়ে কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই এবং বিজেপি-বিরোধী শক্তিরও কোনও প্রভাব নেই, তাহলে কংগ্রেস-সহ বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা, হুমকি, বাড়িঘরে হামলা, পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখানো, পথ আটকানো ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ কেন উঠছেতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপি-বিরোধী প্রায় সব দল এবং নির্দল প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিস্থিতির অভিযোগ সামনে এসেছে।

এমনকি তথাকথিত ত্রিদলীয় জোটের শরিক আইপিএফটির সমর্থকদেরও মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় হামলার শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, এক আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদকের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

প্রবীর চক্রবর্তীর বক্তব্য, বিজেপি ও তিপ্রা মথা বুঝতে পেরেছে যে ত্রিপুরায় বিজেপির জনভিত্তি দুর্বল হচ্ছে। বিজেপি ও তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থক-সহ সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ বিকল্প গণতান্ত্রিক শক্তির দিকে এগিয়ে আসছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনৈতিক যোগাযোগ, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিজেপি-বিরোধী কর্মসূচি, অবরোধ, দিল্লি অভিযান এবং সাংবিধানিক সমাধানের দাবিকে ঘিরে আন্দোলনের প্রসঙ্গও উঠে আসে। ২০২৩ সালে বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর শেষ পর্যন্ত বিজেপির পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার পথ সুগম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জিতেন্দ্র'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা তথা ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত অনিল সরকারের জন্মমাস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করল ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি। বুধবার মেলারমাঠের আম্বেদকর ভবনে আয়োজিত এই আলোচনা সভার বিষয় ছিল'শোষিত, নির্যাতিত মানুষের সংগ্রাম প্রসঙ্গে অনিল সরকার'।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুধন দাস। বিরোধী দলনেতা প্রয়াত অনিল সরকারের রাজনৈতিক জীবন, আদর্শ এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, অনিল সরকার তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সমাজের পিছিয়ে পড়া, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁকে ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এনে দিয়েছিল। আলোচনায় অনিল সরকারের রাজনৈতিক আদর্শ, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। একইসঙ্গে বর্তমান সময়েও শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বক্তারা। অনিল সরকারের জন্মমাসে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও সংগ্রামের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

অনিল সরকারকে স্মরণ

মানুষের সম্মিলিত অংশ গ্রহণেই সুস্থ মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভাব ঃ মন্ত্রীরতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেন, রক্তদান মানবসেবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। একজন মানুষকে সরাসরি জীবনদানের সুযোগ করে দেয় রক্তদান। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত।

আজ মোহনপুরে, মোহনপুর ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে মন্ত্রী এই কথা বলেন।

রক্তদান শিবিরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, রক্তের কোনও ধর্ম, বর্ণ বা জাত নেই। একজনের দান করা রক্ত অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই রক্তদান মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবিকতার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে।

রতন লাল নাথ বলেন সরকার অর্থ ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দিতে পারে, কিন্তু সরকার রক্তদান করতে পারে না। একজন মানুষের রক্তই আরেকজন মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই স্বেচ্ছায় রক্তদানে সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি রাজ্যের নাগরিকদের আরও বেশি সংখ্যায় রক্তদান শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। অথচ সাধারণত সংগৃহীত হয় প্রায় ৪২ হাজার থেকে ৪৫ হাজার ইউনিট। ফলে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

মোহনপুর ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সংঘের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, সমাজের বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ ধরনের মানবিক কর্মসূচি আরও বেশি করে আয়োজন করা প্রয়োজন। রক্তদান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪৫ কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলচর, ৯ সেপ্টেম্বর ।। আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস। কাস্টমস বিভাগ এবং কাছাড় পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে কাছাড় জেলার লালপানি এলাকায় একটি গাড়ি আটক করে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

আসাম রাইফেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ৮ সেপ্টেম্বর লালপানি এলাকায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালায়। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গাড়ির চালক এলাকা পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সতর্ক বাহিনীর তৎপরতায় গাড়িটি আটক করা হয়।

তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪৫ কোটি টাকা বলে জানানো হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে জিবিতে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার জিবি হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের পরিজন ও অন্যান্য রোগীর পরিজনদের একাংশ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা, জরুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিলম্ব, ওষুধ সরবরাহ এবং রোগীর প্রতি পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন।

হাসপাতাল চত্বরে মৃতের এক পরিজন অভিযোগ করেন, রোগীকে দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাঁর দাবি, রোগীর অবস্থা জরুরি হওয়া সত্ত্বেও স্ক্যান-সহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। রোগীর চাপ এবং পরীক্ষার চাহিদা বাড়লেও জরুরি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ক্ষুব্ধ ওই পরিজন আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালের কিছু কর্মী ও চিকিৎসক নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। রোগীদের সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা পেতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনের জন্য এসআইআর-এর নতুন সূচি ঘোষণা, ৬ নভেম্বর থেকে বাড়ি যাবেন বিএলওরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরায় ভোটার তালিকার এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য সংশোধিত সূচিতে অনুমোদন দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। ১ জানুয়ারি ২০২৭-কে যোগ্যতার তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করে এই সংশোধিত কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে।

ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ২০২৬ সালের ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর অধীন সমস্ত ভিলেজ কমিটি কেন্দ্রের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ায় এসআইআর কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সংশোধিত সূচি অনুমোদন করা হয়েছে।

নতুন সূচি অনুযায়ী, ২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এসআইআর-এর প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত নথি মুদ্রণের কাজ চলবে। এরপর ৬ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য যাচাই ও সংগ্রহ করবেন।

একই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে, ভোটকেন্দ্রগুলির যুক্তিকরণ ও পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হবে। এরপর ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রকাশ করা হবে ভোটার তালিকার খসড়া।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে। দাবি ও আপত্তি সংক্রান্ত নোটিশ জারি এবং সেগুলির নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ক্রুটিনিতে বাধা, মান্দাই ব্লকের সামনে বিক্ষোভ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে মান্দাই ব্লকে স্ক্রুটিনি পর্বে উত্তেজনা ছড়াল। বামফ্রন্ট ও নির্দল প্রার্থীদের স্ক্রুটিনিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে মান্দাই ব্লকের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভে সামিল হল সিপিআই(এম)। পুলিশের উপস্থিতিতেই বিরোধী প্রার্থীদের স্ক্রুটিনির সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বামেদের।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ব্লকের সামনে একটি বড় জমায়েতের কারণে সিপিআই(এম) ও নির্দল প্রার্থীদের স্ক্রুটিনির কাজে বাধা সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ।

বামেদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কার্যকর কোনও সমাধান হয়নি। এসডিও-র সঙ্গেও একাধিকবার কথা বলা হলেও আশ্বাসের পরও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। এরপরই ক্ষুব্ধ সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকরা মান্দাই ব্লকের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিরোধী প্রার্থীদের স্ক্রুটিনির সুযোগ নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মান্দাই ব্লক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 10-09-2026, 01:25

জাগরণ আগরতলা,১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২৩ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

প্যাসিভ স্মোকিংয়ে মৃত্যু বেড়েছে ৫০ শতাংশ

ধূমপান করেন না। অথচ অন্যের সিগারেট বা তামাকের ধোঁয়ার জেরে গুরুতর ঝুঁকিতে পড়িতেছেন মানুষ। একটি গবেষণায় দেখা গিয়াছে, ২০২৩ সালে প্যাসিভ স্মোকিংয়ের কারণে ভারতে প্রায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৯০ সালে এই সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৭০০। অর্থাৎ তিন দশকে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০২৩ সালে প্রায় ৪৪ কোটি ৪০ লক্ষ ভারতীয় তামাকের ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসিয়াছেন।

ভারতে প্যাসিভ স্মোকিং বা পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫০ু বাড়িয়াছে। ল্যানসেট পাবলিক হেলথ সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিবেদনে এই উদ্বেগজনক তথ্যটি সামনে আসিয়াছে। ১৯৯০ সালে ভারতে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৭০০, যাহা ২০২৩ সালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০০ জনে। গত তিন দশকে ভারতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যা ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে বাড়িয়া ৪৪ কোটি ৪০ লক্ষে (১৮.৪ু বৃদ্ধি) পৌঁছিয়াছে। পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যার দিক থেকে চীনের পরেই বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রহিয়াছে ভারত। এই সময়ে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রেই মৃত্যুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩০০ থেকে বাড়িয়া ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭০০ হইয়াছে। চিকিৎসকদের মতে, গত ৩০ বছরে ভারতে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে গড় ধূমপানের হার ৪৩.২ু থেকে কমিয়া ৩০.৬ু হইয়াছে। কিন্তু দেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়া মানুষের মোট সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেছে এবং ফলস্বরূপ মৃত্যুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবেষণায় দেখা গিয়াছে, বিশ্বব্যাপী পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হওয়া মোট স্বাস্থ্যঝুঁকির ১২ু-এরও বেশি শিকার হইতেছে শিশুরা, যাহার মধ্যে ফুসফুসের নিম্নভাগের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবপরোক্ষ ধূমপানের কারণে বাতাসে থাকা সিগারেটের বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া সরাসরি রক্তে মিশে। বিশেষজ্ঞরা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘরের ভেতরে ধূমপান সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং জনসমক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণে কড়া সরকারি পদক্ষেপ ও কর বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়াছেন।

শিশুদের প্যাসিভ স্মোকিং বা পরোক্ষ ধূমপান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে বাড়ি এবং গাড়িকে ১০০ু তামাকমুক্ত রাখা সবচেয়ে জরুরি। শিশুদের ফুসফুস ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত না হওয়ায় পরোক্ষ ধোঁয়া তাহাদের শরীরে দ্রুত ও মারাত্মক ক্ষতি করে। বাড়িকে সম্পূর্ণ ধোঁয়ামুক্ত রাখুনঘরের ভেতরে ধূমপান নিষিদ্ধ করতে হবে। পরিবারের কোনো সদস্য বা অতিথিকে ঘরের ভেতরে কখনই ধূমপান করিতে দেবেন না।খোলা জানালা বা ফ্যান যথেষ্ট নয়।জানালা খুলে বা ফ্যান চালাইয়া ধূমপান করিলেও ধোঁয়ার বিষাক্ত কণা ঘরেই থাকিয়া যায়। তাই ঘরের ভেতরে ধূমপান সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।বারান্দা বা দরজার মুখে ধূমপান নয়। খোলা দরজা বা জানালার পাশে ধূমপান করিলে ধোঁয়া বাতাসে ভাসিয়া ঘরের ভেতরেই প্রবেশ করে। গাড়ির ভেতরে ধূমপান বন্ধ করুন। গাড়ির জানাল নামাইয়া ধূমপান করিলেও বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক গাড়ির সিট, সিলিং ও বাতাসে আটকিয়া থাকে, যাহা শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। থার্ড-হ্যান্ড স্মোকিং সম্পর্কে সচেতন থাকুন।পোশাক ও হাত ধুয়ে নিন। ধূমপান করিবার পর তামাকের বিষাক্ত রাসায়নিক কণা ধূমপায়ীর পোশাক, চুল, ত্বক ও মুখে লেগে থাকে। ধূমপান করার পর সরাসরি শিশুকে কোলে নেওয়া বা স্পর্শ করা উচিত নয়।ধূমপান করিবার পর ভালো করিয়া সাবান দিয়া হাত-মুখ ধুয়ে নেওয়া এবং সম্ভব হইলে পোশাক পরিবর্তন করিয়া শিশুদের সংস্পর্শে আসা উচিত। বাইরে যাওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন।ধূমপানমুক্ত এলাকা বাছুন।রেস্তোরাঁ, পার্ক বা যেকোনো পাবলিক প্লেসে যাওয়ার সময় "নো স্মোকিং" জোন বা সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত জায়গা বাছিয়া নিন।আপনার শিশুর আশেপাশে কেউ ধূমপান করিলে তাহাকে বিনীতভাবে দূরে গিয়া ধূমপান করিবার অনুরোধ করুন।শিশুকে সচেতন করুন।ধোঁয়ার ক্ষতি সম্পর্কে জানান। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুকে বোঝান যে সিগারেটের ধোঁয়া স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর, যেন তারা নিজেরাও ধোঁয়াটে পরিবেশ থেকে দূরে থাকিতে শেখে।

এক রাতেই তিন দোকানে চুরি, ধর্মনগরের নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: এক রাতেই পরপর তিনটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে। ব্যস্ত হরি মন্দির রোড এলাকায় দোকানের তালা ও শাটার ভেঙে নগদ অর্থ-সহ মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্কের পাশাপাশি শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার রাতে ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যান। বুধবার সকালে দোকান খুলতে এসে তাঁরা দেখতে পান, একাধিক দোকানের তালা ভাঙা এবং শাটার ক্ষতিগ্রস্ত। দোকানের ভিতরে সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় চুরির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তিনটি দোকান মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে দাবি ব্যবসায়ীদের।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে হরি মন্দির রোড ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তবে একই রাতে পরপর তিনটি দোকানে চুরির ঘটনায় পুলিশের রাতের টহল ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় রাতের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। শুধু চুরির পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত করলেই হবে না, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিয়মিত পুলিশি টহল এবং কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি, দোকান, মন্দির এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চুরির অভিযোগ সামনে আসায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। ফলে হরি মন্দির রোডের এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার পাশাপাশি এর সঙ্গে সাম্প্রতিক অন্যান্য চুরির কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

এখন পুলিশের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ, দ্রুত চুরির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা। পাশাপাশি কোনো সংঘবদ্ধ চক্র এই ধরনের চুরির সঙ্গে জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পরপর চুরির ঘটনায় ধর্মনগরের নিরাপত্তা নিয়ে যখন প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, তখন পুলিশের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে শহরবাসী। তাঁদের দাবি, ঘটনার পর তদন্তের পাশাপাশি চুরি প্রতিরোধে রাতের টহল, সিসিটিভি নজরদারি এবং বাণিজ্যিক এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক।

যে কণ্ঠ আজও ফিরে ফিরে আসে

ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০ সেপ্টেম্বর আসতে আর বেশি দেরি নেই। বাঙালির ঘরে ঘরে এখন উৎসবের প্রস্তুতি। ঠিক সেই সময়েই বাঙালির স্মৃতির অলিন্দ-নিলয়ে ফিরে ফিরে আসছে "ত্রিনয়নী দুর্গা" সংগীত ঘিরে একটি কণ্ঠচিরন্তনে। সে কণ্ঠ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যেরযাঁর কণ্ঠকে 'স্বর্ণকণ্ঠ' বলেছিলেন স্বয়ং বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর শিল্পীসত্তার পূর্ণতা ছিল এক আশ্চর্য বিস্তারে। তাঁর কণ্ঠের সংগীত তাই হয়ে উঠতে পেরেছিল অন্তরের সঙ্গে অন্তরের এক নির্মিত কথোপকথন। তাঁর ভক্তিগীতি ও শ্যামাসংগীতে এ বৈশিষ্ট্য তো আরও প্রকট। এ একদিকে যেমন আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি আত্মসমর্পণ। সেই কারণেই 'রানী রাসমণি' ছবিতে ভক্তিরসের মধ্যে দিয়ে যেন তিনি পরমকে স্পর্শ করেছিলেন। 'মা মা বলে', 'এমন দিন কি হবে মা তারা', 'মন কেন মায়ের চরণছাড়া' কিংবা 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি'র মতো গানে তাঁর কণ্ঠের আকুলতা নিছক গান হয়ে থাকে না; তা যেন প্রার্থনারই অন্য এক রূপ হয়ে ওঠে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সংগীত সেই সময়ের এক উজ্জ্বল সম্মিলন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের ছিল গভীর ভক্তি; তাঁর গানে ও ব্যক্তিজীবনের সাধনায় সেই শ্রদ্ধার অনুরণন অনুভব করা যায়। এর নেপথ্যে ছিল পরিবারের আধ্যাত্মিক ও সংগীতময় আবহ। 'দ্য লেভিটেটিং সেইন্ট' হিসেবে সারা পৃথিবীতে বন্দিত 'ভাদুড়ী মহাশয়' অর্থাৎ পরমহংস মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথের কাকা। এই মহর্ষিদেবের পরমার্থ সংগীত শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাদুড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীরও শাস্ত্রীয় সংগীতে ছিল অগাধ দখল। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের বাবা সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন সংগীতে অসাধারণ গুণীসেতার ও এসরাজ বাজাতেন অত্যন্ত দক্ষতায়, শাস্ত্রীয় সংগীতে ছিল তাঁর গভীর দখল। সেই সঙ্গে এই পরিবারের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারে ছিল বৈষ্ণবীয় ভক্তি, তন্ত্রসাধনা ও যোগসাধনারও এক গভীর পরম্পরা। ফলে আধ্যাত্মিকতা ও শাস্ত্রীয় সংগীতের এই সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার শিল্পীর শিল্পীসত্তায় এক বিশেষ আবহ তৈরি করেছিল।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সংগীতের গভীরে যে ভক্তি, যে আত্মনিবেদনের সুর আছে, তার গভীরে এই আধ্যাত্মিক ও সংগীত-উত্তরাধিকার এক অদ্ভুত তাৎপর্য নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এ যেন একটি প্রদীপের সেই অনির্বাণ আলোযা প্রজন্ম পেরিয়েও নিজের উজ্জ্বল অস্তিত্ব রেখে যায়। এক প্রজন্মের সাধনা পরের প্রজন্মের কণ্ঠে এসে নতুন রূপে আলো হয়ে জ্বলে ওঠে; তারপর সেই আলো বদলে যায়, কিন্তু তার উৎসের স্মৃতি থেকেই যায়। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের শিল্পীজীবনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় তাঁর অগ্রজ প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের সুরের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিশীল সংযোগ। প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের সুরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠ বহু গানকে প্রদান করেছে দীর্ঘস্থায়িত্ব। 'বাসরের দীপ আর আকাশের তারাগুলি', 'হৃদয়ে মোর রক্ত ঝরে', 'ফুল গো তোমারে ছুঁয়ে' এই গানগুলিতে সুরকারের নির্মাণ আর গায়কের অনুভবজাত উপস্থাপনা এমনভাবে মিশে যায় যে কোথায় সুর শেষ হয়েছে, আর কোথায় শিল্পীকণ্ঠের ব্যক্তিগত আবেগ শুরু হয়েছেতা আলাদা করা কার্যত অসম্ভব। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠ তিন সপ্তকেই সমানভাবে খেলত। ফলে তাঁর গানে সুরের কারুকার্য যেমন স্পষ্ট, তেমনই ছিল স্বরের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও আবেগের গভীরতা। আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট গীতিকারদের কথাতেও তাঁর কণ্ঠ পেয়েছিল এক নিজস্ব ব্যঞ্জনা। প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের পাশাপাশি সুধীন দাশগুপ্ত, সলিল চৌধুরীর মতো বিভিন্ন সুরকারের সুরেও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠ স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছিল। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল মিত্রের সুরেও তিনি গান গেয়েছিলেন। 'দোলে শাল পিয়ালের বন', 'রুমা ঝুমা ঝুম বাদল ঝরে', 'নূপুর দিয়ে বাঁধলে চরণ' কিংবা 'মেঘ মেদুর ওই দূর নভে আজ'এই গানগুলির মধ্যে তাঁর কণ্ঠের অন্য এক বিস্তার ধরা পড়ে। প্রেম, প্রকৃতি কিংবা জীবনের নানা অনুভবসবকিছুকেই তিনি নিজের স্বরভঙ্গিতে একান্ত আপন করে নিতে পেরেছিলেন। আর পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের সম্পর্ক ছিল শুধু রক্তের বন্ধন নয়, সংগীতেরও এক গভীর, অন্তরঙ্গ এবং অনির্বচনীয় সেতুবন্ধ। প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর উৎসাহ এবং পথনির্দেশ পান্নালাল ভট্টাচার্যের সংগীতকে ভক্তিমূলক গানের দিকে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই দুই ভাইয়ের শিল্পীসত্তার এক অপূর্ব মিলন ঘটেছিল 'অপার সংসার নাহি পারাপার' গানটিতে। এই গানে সুর সংযোগ করেছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আর কণ্ঠে ছিলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। আজও গানটি শুনলে মনে হয়, এটি শুধু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নয়; এ যেন দুই ভাইয়ের অদৃশ্য কথোপকথনও।

তারপর এল সেই নির্মম বিচ্ছেদ। ১৯৬৬ সালে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে থেমে গেল পান্নালাল ভট্টাচার্যের জীবন। পান্নালাল ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের সুরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে রেকর্ড হওয়া গানগুলি নিছক স্মরণ নয়, বরং চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া পুত্রসম অনুজের সঙ্গে সুরের ভিতর দিয়ে শেষবারের মতো কথা বলার চেষ্টা। আধুনিক বাংলা গান থেকে চলচ্চিত্রের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি থেকে ভক্তিগীতি ও শ্যামাসংগীতবিভিন্ন ধারায় তিনি নিজের কণ্ঠের স্বর্ণ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এক সময় তো শনিবারের দুপুরে রেডিওতে অনুরোধের আসর মানেই ছিল তাঁর সেই উপস্থিতিযা কেবল মুগ্ধতার স্বরলিপি লিখতে জানে। ১০ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন। তার আগেই তাঁকে স্মরণ করার এই মুহূর্তে তাই মনে হয়, এ জন্মদিন আসলে শুধুমাত্র এক সঙ্গীত শিল্পীর জন্মের তারিখ নয়; এ আসলে এমন এক আশ্চর্য মানুষের আসার দিন যাঁকে কথায় ধরা যায় না। তাই বোধহয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরম শ্রদ্ধায় শিল্পীর সংগীত জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে লেখেন:

"শিল্পী যে কিভাবে সাধক হন এবং সাধক মানুষ কি নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে মানুষজনকে বাঁধতে পারেন তা আমি স্নেহপাশে বন্দী হয়ে বুঝেছি। ভালোবাসা নানা ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পায়, কথায় ধরা পড়ে না। শব্দের মালা গেঁথে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা অর্পণ করতে পারি। কিন্তু তাঁর ভালোবাসার গভীরতা বোঝাতে পারি না।"

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠ আজও ফিরে ফিরে আসে। শুধু পুরনো দিনের গান হয়ে নয়, এক চিরন্তন উত্তরাধিকারের স্বর হয়ে।

(লেখক স্বর্ণ কণ্ঠশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের অগ্রজ, সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের দৌহিত্র।)

শিক্ষক: শিক্ষার কারিগর

পড়তে শেখার সুনির্দিষ্ট দিনটি হয়তো কারও মনে থাকে না, কিন্তু যিনি শিখিয়েছিলেন সেই শিক্ষকের কথা প্রায় সবারই মনে থাকে। বিস্মরণযোগ্য সেই মুহূর্ত এবং অবিস্মরণীয় সেই ব্যক্তির মধ্যকার এই পার্থক্যটি শিক্ষকতা সম্পর্কে একটি জরুরি সত্যকে তুলে ধরে। একজন শিক্ষক এমন কিছু রেখে যান যা সহজে পরিমাপ করা যায় না: নতুন কিছু করার আত্মবিশ্বাস, লেগে থাকার মতো শৃঙ্খলাবোধ, প্রশ্ন করার কৌতূহল কিংবা কখনও কেবল এই বিশ্বাস যে, নিজের আরও অনেক কিছু করার সক্ষমতা রয়েছে। তাই শিক্ষকতাকে কোনোভাবেই শিল্পের চেয়ে কম কিছু বলা চলে না।

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে প্রতি বছর যে 'জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার' প্রদান করা হয়, তা এমন কয়েকজন নির্বাচিত শিক্ষককে সম্মানিত করে যাঁদের অবদান অন্যদের চেয়ে অনন্য। তা সত্ত্বেও, দেশের প্রতিটি প্রান্তে- শ্রেণিকক্ষ, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (স্কিল ল্যাব), পলিটেকনিক, খেলার মাঠ কিংবা সঙ্গীতচর্চার কক্ষেশিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব উপায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হাতে লেখা একটি চিরকুট, প্রাতঃকালীন সমাবেশে স্বীকৃতির একটি মুহূর্ত কিংবা নীরবে জানানো এমন কোনো স্বীকৃতি যা দিনশেষেও শিক্ষকের মনে গেঁথে থাকে এসব কোনোটিই কম গুরুত্বপূর্ণ উদযাপন নয়; বরং অনেক দিক থেকেই এগুলিই সবচেয়ে খাঁটি উদযাপন। তবে পরিসংখ্যান অন্য একটি উদ্বেগের বিষয়ও সামনে নিয়ে আসে। ওইসিডি-র 'শিক্ষক জ্ঞান জরিপ ২০২৬'-এ কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা এবং তা শেখানোর দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল বলছে, কোনো বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকলেই যে তা কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিষয়টি সহজ হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: কোনো বিষয় গভীরভাবে জানা এবং অন্য কাউকে তা শিখতে সহায়তা করা- এই দুটি দক্ষতা এক নয়। শিক্ষকতা একটি শিল্প; এর জন্য প্রয়োজন মানবিক সম্পর্কের বোঝাপড়া, শিক্ষাদান পদ্ধতির জ্ঞান এবং শ্রেণিকক্ষে কিছুটা নাটকীয় উপস্থাপনার দক্ষতা।

ইউনেস্কোর 'শিক্ষক বিষয়ক বৈশ্বিক প্রতিবেদন ২০২৪'-এ এই পেশাকে অবহেলার পরিণামটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অতিরিক্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে; যার অর্ধেকেরও বেশি প্রয়োজন হবে মূলত যারা পেশা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য। এদিকে, ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্কলন অনুযায়ী, অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মীকে তাদের পেশা বা কাজের ধরন পরিবর্তন করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে দক্ষ শিক্ষকদের গুরুত্ব এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি।

ভারত এই চ্যালেঞ্জটি অনুধাবন করেছে এবং তা মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চালু করা চার বছর মেয়াদী 'ইন্টিগ্রেটেড টিচার এডুকেশন প্রোগ্রাম' (সমন্বিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি)-এ বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে একটি একক স্নাতক ডিগ্রির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এর মূল লক্ষ্য হলো মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট করা। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে মানদণ্ডের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে, "ন্যাশনাল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ফর টিচার্স" (এনএসপিটি) শিক্ষকদের পেশাগত অগ্রগতির বিষয়টি কেবল জ্যেষ্ঠতার ওপর নির্ভর না করে তাঁদের প্রদর্শিত পাঠদানের গুণমানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক শেখার সুযোগ কাজে লাগাতে, "ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টরিং" (এনএমএম) শিক্ষকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরামর্শদাতাদের (মেন্টর) কাছ থেকে শেখার জন্য সুপরিকল্পিত সহায়তা প্রদান করে। আমিও এই মিশনের একজন পরামর্শদাতা হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন- শুধুমাত্র অভিনন্দন জানানোর জন্য নয়, বরং তাঁদের কথা শোনার জন্য, মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা জানার জন্য এবং এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য যা কেবল নেতৃত্বের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। পাঠদান একটি সৃজনশীল কাজ, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক শেখার প্রক্রিয়া এই সৃজনশীলতাকে নতুন করে প্রাণবন্ত করে তোলে।

ভারত "শিক্ষক" হিসেবে কাদের গণ্য করা হয় সেই পরিধিও প্রসারিত করছে, এবং সম্ভবত এটিই সবচেয়ে অভিনব ধারণা। 'উল্লাস' (ইউএলএলএএস) "নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রাম"-এর-এর মূল ভিত্তি হলো এই নীতি যে, যিনি সাক্ষর বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি এমন কাউকে শেখাতে পারেন যিনি তা নন। এ বছর যখন আমরা আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করছি, তখন এই কর্মসূচির আওতায় নয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সম্পূর্ণ সাক্ষর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের "বিদ্যাঞ্জলি") পোর্টালে এই মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি ৮.৭৫ লক্ষেরও বেশি সরকারি স্কুলকে এমন সব স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে সংযুক্ত করে, যাঁরা নাচ, গণিত, জনসমক্ষে বক্তৃতা বা হস্তশিল্পের মতো বিষয়ে তাঁদের দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে উপহারস্বরূপ নিয়ে আসেন। এঁদের প্রত্যেকেই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের শেখানো প্রতিটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ, এর মূলে রয়েছে এই সত্য যে,

শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী

পাঠদান কেবল কোনো যান্ত্রিক কাজ নয়, বরং এটি একটি শিল্প। প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনা হলো একটি সৃজনশীল রচনা। প্রতিটি ব্যাখ্যা হলো এক ধরণের পরিবেশনা। শিল্পের কোনো রূপই শিল্পীদের মধ্যে ভেদাভেদ করে না; তাই আমাদের মনে গেঁথে থাকা যেকোনো ধরনের পদমর্যাদাগত বিভাজন বা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ খতিয়ে দেখা এবং তা দূর করা প্রয়োজন। অনেক সময় সঙ্গীত শিক্ষক বা শরীরচর্চা (PE) শিক্ষককে কেবল "অতিরিক্ত" বা "সহায়ক" হিসেবে দেখা হয় এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষককে দেখা হয় "বিকল্প ব্যবস্থা" হিসেবে। এই শ্রেণিবিন্যাস কেবল অন্যায্যই নয়, বরং সম্পূর্ণ ভুল। পরীক্ষার চাপ যখন বেড়ে যায়, তখন সঙ্গীত বা শরীরচর্চা মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে, যা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়তা করে। ভারতের ক্রমবর্ধমান "অরেঞ্জ ইকোনমি" বা সৃজনশীল অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন শিল্পকলা শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল খাতের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে ওঠার সাথে সাথে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিকাঠামো শক্তিশালী হওয়ার ফলে, ক্রীড়া প্রশিক্ষক ও শরীরচর্চা শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৃত পেশাগত পথের দ্বার উন্মোচন করবেন। আইটিআই- এর যে প্রশিক্ষক নিখুঁত উৎপাদন বা "প্রিসিশন ম্যানুফ্যাকচারিং"- এর শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি এমন দক্ষতা গড়ে তুলছেন যা সেতু নির্মাণ ও হাসপাতালকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। এটিও আসলে জাতি গঠনেরই এক ভিন্ন রূপ।

এমন এক যুগে যখন যন্ত্র প্রায় সবকিছুই করতে সক্ষম হয়ে উঠছেযা আগে থেকে অনুমান করা যায়, তখনও অপূরণীয় কাজটি হলো মানবিক কাজ: একজন শিক্ষক যিনি একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখতে পান যা শিক্ষার্থীটি এখনও নিজের মধ্যে দেখতে পায় না। এই কাজের কোনো অ্যালগরিদম নেই। স্কুলের ঘণ্টা বাজলেও তা থেমে যায় না। এবং এই দেশের প্রতিটি শিক্ষক, প্রতিটি বিষয়ের, প্রতিটি ধরনের প্রতিষ্ঠানেরই এই কাজটি রয়েছে। ল্যাটিন একটি উক্তি এটিকে যথার্থভাবে তুলে ধরে: Non scholae sed vitae discimus (ন স্কলে সড ভিতে ডিস্কিমু)। আমরা স্কুলের জন্য শিখি না, জীবনের জন্য শিখি। এবং শিক্ষক, মানব সম্ভাবনার প্রকৃত শিল্পী, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি এটিকে সম্ভব করে তোলেন।

ইতিহাসের নিভৃত পথিক

আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চায় যাঁরা নিজস্ব মেধা ও নতুন দৃষ্টিকোণের সূত্রে চিরাচরিত ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন; প্রফেসর সুমিত সরকার তাঁদের অগ্রগণ্য। উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক; সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে দেখার ক্ষেত্রে তিনি যে মার্কসীয় ও নিম্নবর্গীয় (Subaltern) বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন; তা বাংলা তথা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় আধুনিক ইতিহাস গবেষণাকে এক নতুন দিশা দেয়। তাঁর রচিত Swadeshi Movement in Bengal: ১৯০৩—১৯০৮'বা 'Modern India: ১৮৮৫- ১৯৪৭' পাঠ্যবই হিসেবে শুধু যে কয়েক প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের দিশা দেখিয়েছে তা নয়; বরং ভারতীয় ইতিহাস লেখার প্রতিষ্ঠিত ধরনটিকেই বদলে দিয়েছে। কিন্তু একজন প্রখ্যাত গবেষক ও শিক্ষকের এই উজ্জ্বল সর্বজনবিদিত পরিচয়ের বাইরেও সুমিত সরকারের জীবনে এমন কিছু দিক রয়েছে; যা সাধারন পাঠচক্র বা ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে আজও আড়ালেই রয়ে গেছে। সুমিত সরকারের জন্ম এক গভীর প্রাতিষ্ঠানিক ও মেধাবী পরিমণ্ডলে। তাঁর পিতা ডঃ সুশোভন সরকার ছিলেন আধুনিক বাংলা ইতিহাসচর্চার অন্যতম প্রাণপুরুষ এবং 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' তত্ত্বের অগ্রদূত। পিতা এবং পরিবারের এই সুগভীর বুদ্ধি বৃত্তিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠলেও; সুমিত সরকার কোনোদিন পিতার চিন্তার ছায়ায় আটকে পড়েনি। বরং তিনি পিতৃদত্ত ধ্যানধারণাকে নতুন যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠতার আলোয় বিচার করেছেন। তাঁর কাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসকে কেবল রাজা- মহারাজা, রাজনৈতিক দল বা এলিট নেতৃত্বের বিবরণ হিসেবে না দেখে সাধারণ মানুষ; কৃষক; শ্রমিক এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।

তবে তাঁর অ্যাকাডেমিক সাফল্যের খবর প্রায় অনেকেই রাখেন; কিন্তু যে বিষয়টি অনেকেই জানেন না তা হলো ইতিহাসচর্চার বাইরে তাঁর গভীর সাহিত্যপ্রীতি ও সঙ্গীতের প্রতি টান। অত্যন্ত নিভৃতচারী এই মানুষটির ধ্রুপদী গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। ঘনিষ্ঠ অনুরাগী ও সহকর্মীদের সূত্রে জানা যায়; দিনের পর দিন মহাফেজখানার ধুলিমলিন নথি ঘাটাল আর ঘন্টার পর ঘন্টা গবেষণাপত্র লেখার পর তাঁর ক্লান্তি কাটানোর অন্যতম আশ্রয় ছিল শাস্ত্রীয় সংগীত। সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তিনি ইতিহাস গবেষণার কাজেও লাগিয়েছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'কথামৃত' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ও সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক দিক উন্মোচন করেছিলেন; তা কেবল একজন ইতিহাসবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তার জন্য প্রয়োজন ছিল গভীর সাহিত্যিক সম্মেলনশীলতার।

আরোও একটি অজানা দিক হলো তাঁর অসাধারণ ক্লাস নেওয়ার শৈলী এবং ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক। প্রেসিডেন্সি কলেজ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে দিল্লির জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকালে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর লেকচার শুনতে অন্য বিভাগের ছাত্ররাও এসে ভিড় জমাত। অথচ ক্লাসরুমের বাইরে তিনি ছিলেন অতীব অমায়িক এবং প্রচারবিমুখ। নিজের কোনো গবেষণাকেই তিনি শেষ কথা মনে করতেন না; বরং অনুজ ও গবেষকদের নতুন চিন্তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। গবেষণায় যেকোনো নতুন যুক্তির মুখোমুখি হতে তিনি কখনো দ্বিধাবোধ করেননি।

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

ব্যক্তিজীবনের চরম নীতিপরায়ন এই ইতিহাসবিদ কখনোই কোনো সরকারি খেতাব; পদ বা মিডিয়ার আলো খোঁজেননি। বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশকে এবং পরবর্তী সময়ে ভারত যখন ইতিহাস পুনর্লিখনের চেষ্টা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রবল হয়ে ওঠে; তখন তিনি নীরব থাকেন নি। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা থেকে দূরে থেকেও তিনি বিভিন্ন মুক্তমঞ্চে এবং লেখনীতে ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন। একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে।

জীবনসঙ্গী ও সহ- ইতিহাসবিদ তানিকা সরকারের সঙ্গে তাঁর যৌথ গবেষণামূলক পথচলাও ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত। দুজন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির গবেষক কিভাবে একে অপরের পরিপূরক এ উঠতে পারেন; তা তাঁদের ইতিহাস চর্চার দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

আজকের দিনে যখন ইতিহাসচর্চা প্রায়শই রাজনৈতিক বিতর্ক ও সস্তা প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠছে; তখন সুমিত সরকারের মতো নিভৃত সাধকের বস্তুনিষ্ঠতা; গবেষণার প্রতি সততা এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতি সহানুভূতি আমাদের বারবার ইতিহাসের সঠিক পাঠ শেখায়। প্রচারের আলোর বাইরে থাকা তাঁর এই সুগভীর মানবীয় দিকগুলোই তাঁকে কেবল একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নয়; বরং এক শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

মেছেদা; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নবজাগরণ ক্লাবের উদ্যোগে গুণী শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব

রায়বরেলিতে ‘জনতা দরবার’ রাহুল গান্ধীর, উপস্থিত সমাজবাদী পার্টির কর্মীরাও

রায়বরেলি (উত্তরপ্রদেশ), ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নিজের লোকসভা কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি সফরের শেষ দিনে বুধবার ‘জনতা দরবার’ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনেন তিনি। এদিন সমাজবাদী পার্টির নেতাকর্মীরাও রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে একাধিক দাবি ও সমস্যা তুলে ধরেন।

রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক স্থানীয় বাসিন্দা আইএএনএসকে জানান, তিনি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। স্থানীয় রাস্তার সমস্যার কথা রাহুল গান্ধীর কাছে তুলে ধরেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, লখনউ রোড থেকে আইটিআই পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তার দু'দিকে রায়বরেলি-লখনউ হাইওয়ে ও সুলতানপুর হাইওয়ের সংযোগ রয়েছে। অথচ ওই রাস্তায় বড় বড় গর্ত রয়েছে। এলাকায় এনআইএফটি, আইটিআই এবং একটি বড় মন্দির থাকায় প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন।

ওই বাসিন্দার দাবি, রাস্তা নির্মাণের জন্য দু'জন ব্যক্তি ভূমিপুজোও করেছিলেন এবং দ্রুত কাজ শুরু করার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি চললেও রাস্তা এখনও তৈরি হয়নি। রাহুল গান্ধী বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

আরেক স্থানীয় মহিলা রাহুল গান্ধীর কাছে আবেদন জানান, তিনি যখনই রায়বরেলিতে আসবেন, যেন শহর ঘুরে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি সরেজমিনে দেখেন। তাঁর কথায়, শহরের মৌলিক সমস্যাগুলি নিয়ে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। রাহুল গান্ধীও ভবিষ্যতে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

এদিন সমাজবাদী পার্টির নেতাকর্মীরাও লোকসভার বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করেন। মুলায়ম সিং যাদব যুব ব্রিগেডের রাজ্য সম্পাদক অখিলেশ মাহি রাহুল গান্ধীর কাছে ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে শহিদ রায়বরেলির বাসিন্দা রাজেন্দ্র যাদবের নামে একটি স্মারক ও জনচত্বর তৈরির দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলেও এখনও রায়বরেলিতে রাজেন্দ্র যাদবের নামে কোনও মূর্তি বা স্মারক তৈরি হয়নি।

অখিলেশ মাহি জানান, শহিদের সম্মানে স্মারক ও চত্বর তৈরির জন্য রাহুল গান্ধীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি। রাহুল গান্ধী দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন বলেও দাবি তাঁর।

মাহি আরও বলেন, রাহুল গান্ধী একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং তাঁর সমর্থন থাকলে এবার বিজেপির সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে ইন্ডিয়া জোট পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে বলেও দাবি করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের মহিলা শাখার পদাধিকারীরাও রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শৈলজা সিং রাহুল গান্ধীকে রায়বরেলিতে স্বাগত জানান। তরুণদের নিয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরব হওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসাও করেন তিনি।

এদিকে, ফ্রিডম ফাইটার্স ডেসেন্ড্যান্টস অর্গানাইজেশনের সভাপতি অনিল মিশ্র রাহুল গান্ধীর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের আত্মত্যাগ সংরক্ষণের পাশাপাশি মুন্সিগঞ্জ শহিদ স্মারকের অসম্পূর্ণ সৌন্দর্যায়ন কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানানো হয় স্মারকলিপিতে।

ব্রহ্মকুমারী সংগঠনের সদস্য জ্যোতি বহেনও রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে রাখি পরিয়ে দেন। সংগঠনের এক সদস্য আইএএনএসকে জানান, প্রতিষ্ঠান ও জেলার মানুষের পক্ষ থেকে রাহুল গান্ধীকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। তিনি যাতে নিয়মিত রায়বরেলিতে আসেন এবং শহরের উন্নয়ন অব্যাহত থাকে, সেই কামনাও করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে সোনা ও রুপোর ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন রাহুল গান্ধী। ব্যবসায়ীরা জানান, সোনা ও রুপোর ব্যবসায় প্রায় ৫০ শতাংশ পতন হয়েছে এবং এর ফলে তাঁদের ব্যবসা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সোনা ও রুপোর উপর বাড়তি জিএসটির বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা হবে বলে রাহুল গান্ধী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

নিজের লোকসভা কেন্দ্রে সফরের শেষ দিনে বুধবার রায়বরেলির ‘বচাও ভবন’-এ আয়োজিত ‘দিশা বৈঠক’-এ আধিকারিকদের সঙ্গেও উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করেন রাহুল গান্ধী।

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রেখে রাজ্য ও দেশের উন্নয়নে কাজ করুন, অরুণাচলের বিধায়কদের রাধাকৃষ্ণনের আহ্বান

ইটানগর, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ঐতিহ্য বজায় রেখে অরুণাচলপ্রদেশ ও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানালেন উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন। বুধবার ইটানগরে অরুণাচলপ্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বিধানসভা পরিচালনায় সংলাপ, বিতর্ক ও আলোচনার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁর বার্তা স্পষ্ট“বিতর্ক, আলোচনা বা এমনকি প্রতিবাদসবকিছুরই শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত।” তাঁর মতে, সুস্থ বিতর্ক গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে এবং গঠনমূলক সহযোগিতা রাজ্য ও দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অরুণাচলপ্রদেশের কৌশলগত গুরুত্ব, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের কথা উল্লেখ করে রাধাকৃষ্ণন বলেন, দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের বাকি অংশের নিরাপত্তাও অরুণাচলের মানুষের সীমান্ত সুরক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।উপরাষ্ট্রপতি বলেন, “অরুণাচলপ্রদেশ আমাদের দেশের সীমান্তের গর্বিত প্রহরী এবং ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের আঞ্চলিক কণ্ঠস্বর ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি সংবিধান, একটি লক্ষ্য‘রাষ্ট্র সর্বাগ্রে’ এবং একটি অভিন্ন স্বপ্ন‘বিকশিত ভারত ৫ ২০৪৭’।”

অনুষ্ঠানে অরুণাচলপ্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে.টি. পারনায়েক (অবসরপ্রাপ্ত), মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এবং বিধানসভার স্পিকার তেসাম পংটে-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।দু'দিনের সফরে মঙ্গলবার মণিপুর থেকে অরুণাচলপ্রদেশে পৌঁছন উপরাষ্ট্রপতি। সফরকালে তিনি ইটানগরের বিধানসভা গ্যালারি - কাম - মিউজিয়াম ‘নিয়েদার নামলো’, জওহরলাল নেহরু স্টেট মিউজিয়াম এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য ডোনিই পোলো মিশন স্কুল পরিদর্শন করেন।

এদিন নিজের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু উপরাষ্ট্রপতির ভাষণকে স্মরণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উপরাষ্ট্রপতির বক্তব্য গণতন্ত্রের শক্তি যে সংলাপ, বিতর্ক ও আলোচনার মধ্যে নিহিত, সেই বিষয়টি আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।খান্ডু বলেন, “বিতর্ক, আলোচনা বা এমনকি প্রতিবাদসবকিছুরই শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত।” অরুণাচলপ্রদেশ বিধানসভার জন্য দিনটি অত্যন্ত স্মরণীয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষের সেবা এবং রাজ্য ও দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখার যে দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের রয়েছে, উপরাষ্ট্রপতির বক্তব্য তা আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় দফার পুরভোট প্রচারের শেষ দিনে জয়পুরে রোড শো রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর

জয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের দ্বিতীয় দফার পুরসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে বুধবার জয়পুরে রোড শো করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। দুপুর নাগাদ সাঙ্গানেরি গেটের হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে খোলা জিপে রোড শো শুরু করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা রাজস্থান পুরসভা নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হরিশ দ্বিবেদী, রাজ্য সভাপতি মদন রাঠোর, জয়পুরের সাংসদ মঞ্জু শর্মা এবং বিধায়ক বালমুকুন্দ আচার্য।

সাঙ্গানেরি গেট থেকে শুরু হওয়া রোড শো জহরি বাজার ও বড়ি চৌপার হয়ে ত্রিপোলিয়া গেটে গিয়ে শেষ হয়। রোড শোকে কেন্দ্র করে জয়পুরের প্রাচীরঘেরা শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাজারে সাধারণ যানবাহন ও সিটি বাস চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও যাত্রীদের বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

জয়পুরের এই রোড শো-র মধ্য দিয়ে ভজনলাল শর্মার জোরদার পুরভোট প্রচারের সমাপ্তি হল। গত পাঁচ দিনে রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় মোট ১০টি রোড শো করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরভোটের শেষ পর্বে বিজেপিও প্রচারের গতি বাড়িয়েছে। দলের একাধিক শীর্ষ নেতা সভা ও রোড শো করে ভোটারদের নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করেছেন।

প্রচারে সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ভজনলাল শর্মা দাবি করেন, জয়পুর-সহ গোটা রাজস্থানে তাঁর সরকার ‘লাভ জিহাদ’-এর সমস্যা দূর করেছে। পাশাপাশি গত আড়াই বছরে তাঁর সরকারের বিভিন্ন কাজের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, তাঁর সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে কংগ্রেসের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আগের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ‘লুঠপাট এবং লাগামহীন লাইসেন্সের রাজনীতি’ করার অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, আগের সরকারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন আধিকারিক ও মন্ত্রী বর্তমানে জেলে রয়েছেন।

স্থানীয় ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থনের আবেদন জানিয়ে ভজনলাল শর্মা বলেন, স্থানীয় স্তরেও বিজেপি ক্ষমতায় এলে ‘ট্রিপল-ইঞ্জিন’ সরকার তৈরি হবে এবং উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে। তাঁর কথায়, রাজ্যে ইতিমধ্যেই যে ‘ডাবল-ইঞ্জিন’ সরকার রয়েছে, তার সঙ্গে তৃতীয় ইঞ্জিন যুক্ত হলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিজেপি কর্মীদের প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক কাজ আরও দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো-এর গাড়ির ব্যবস্থাপনায় সকাল থেকেই সক্রিয় ছিলেন বিজেপি নেতা রঘুনাথ নেরেদি। পুরভোটে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগে তাঁকে মেয়র পদের অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে মনে করা হলেও বিজেপি তাঁকে টিকিট দেয়নি। এর পরও মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো-এর ব্যবস্থাপনায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা রাজনৈতিক মহলে নজর কেড়েছে।

রোড শো-এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বমুখী হনুমান মন্দিরে যাওয়ার পাশাপাশি জয়পুরের বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচিও ছিল। মন্দিরে জয়পুর ট্রেড ফেডারেশনের সভাপতি সুভাষ গোয়াল, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাইনি, সিনিয়র সহ-সভাপতি-সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে রোড শো-এর জন্য প্রাচীরঘেরা শহরের রাস্তা বেলুন, বিজেপির পতাকা এবং ভজনলাল শর্মা, রাজ্য সভাপতি মদন রাঠোর ও উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী এবং প্রেমচাঁদ বৈরওয়ার ছবি দেওয়া পোস্টারে সাজানো হয়েছিল। প্রায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রোড শো ত্রিপোলিয়া গেটে পৌঁছয়। সেখানে বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য একাধিক মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল।

জয়পুরে মুখ্যমন্ত্রীর এই রোড শো-এর সঙ্গে রাজস্থানের দ্বিতীয় দফার পুরভোটের প্রচারপর্ব শেষ হল। শেষ মুহূর্তে বিজেপি ও কংগ্রেস উভয় দলই ভোটারদের কাছে জোরদার আবেদন জানিয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন, প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতাকেই প্রচারের মূল ইস্যু করেছে দুই দল।

বাংলাদেশে পৃথক ঘটনায় দুই হিন্দু নিহত, সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা ক্রমশ বাড়তে থাকায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পৃথক দুই ঘটনায় এক মহিলা-সহ দুই হিন্দু নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।সর্বশেষ ঘটনাগুলির একটিতে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৫ বছর বয়সি হিন্দু স্বর্ণকার আলিফ চন্দ্র দত্তকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার রাতে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন হামলাকারী তাঁর উপর চড়াও হয়।বাংলাদেশের সংবাদপত্র ‘ডেইলি সান’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মহাদেবপুর বাজারে নিজের গয়নার দোকান থেকে রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ বেরিয়েছিলেন দত্ত। রাত প্রায় ৯টার দিকে দুলালপাড়ায় নিজের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই একদল হামলাকারী তাঁর পথ আটকায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।অভিযোগ, হামলাকারীরা দত্তের কাছ থেকে প্রায় ছয় ভরি সোনা এবং ৭ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা নগদ লুট করে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওমর ফারুক জানান, এটি শুধুই ছিনতাইয়ের ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও শত্রুতা বা উদ্দেশ্য ছিল, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি।

অন্য একটি ঘটনায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় ৪৫ বছর বয়সি হিন্দু মহিলা রানি শুশীলকে নিজের বাড়ির ভিতরে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ হোয়ানক ইউনিয়নে ঘটনাটি ঘটে।পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের বাংলা দৈনিক ‘প্রথম আলো’ জানিয়েছে, ঘটনার সময় রানি বাড়িতে রান্না করছিলেন। সেই সময় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। তাকে দেখতে পেয়ে রানি চিৎকার করে ওঠেন। অভিযোগ, এরপর ওই ব্যক্তি তাঁর মুখ চেপে ধরে একাধিকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়।পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত রানিকে চাকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কয়েক ঘণ্টা চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মহেশখালী থানার ওসি আবদুস সুলতান ‘প্রথম আলো’-কে জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, চুরির উদ্দেশ্যে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ওই গৃহবধূর বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। তাঁকে দেখে রানি ‘চোর, চোর’ বলে চিৎকার করলে অভিযুক্ত তাঁকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।বাংলাদেশের রংপুর শহরে অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু স্কুলশিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী এবং তাঁর পরিবারের তিন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যার কয়েক দিন পরেই এই দুই ঘটনা সামনে এল।বাংলাদেশে বিশেষ করে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে। প্রাক্তন ইউনুস-নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে এই ধরনের ঘটনার অভিযোগ সামনে এসেছে এবং বর্তমান বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) প্রশাসনের সময়ও তা অব্যাহত রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

রোগী রেফারে কড়া নির্দেশিকা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরের আগে স্থিতিশীল করতে হবে সংকটাপন্ন রোগীকে

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): সংকটাপন্ন রোগীদের প্রয়োজন ছাড়াই এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রেফার করার দীর্ঘদিনের প্রবণতা বন্ধ করতে রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে রোগী রেফারের নিয়ম আরও কঠোর করল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতর।

স্বাস্থ্য দফতরের অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবর, রাজ্যের সমস্ত সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট পর্যালোচনার পর রোগী রেফার সংক্রান্ত একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক জানান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলকোনও সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সংকটাপন্ন রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাসপাতালে রেফার করতে পারবে না। প্রথমে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালেই রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করার চেষ্টা করতে হবে। এরপর একান্ত প্রয়োজন হলেই অন্য হাসপাতালে রেফার করা যাবে।নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনও সংকটাপন্ন রোগীকে অন্য হাসপাতালে পাঠানোর আগে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটকে রেফারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ডেপুটি সুপার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে জানাতে হবে। এরপর ডেপুটি সুপার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার কলকাতার স্বাস্থ্য দফতরের সদর দফতর স্বাস্থ্য ভবনের ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। রেফার করা হাসপাতাল বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার বেড খালি রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার পরেই রোগীকে সেখানে পাঠানো যাবে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকের কথায়, শুধুমাত্র চরম জরুরি পরিস্থিতিতে এবং রোগীর পরিবার অন্য হাসপাতালে রেফারের জন্য জোর দিলে এই ধরনের রেফারাল বিবেচনা করা হবে।

স্বাস্থ্য দফতরের মতে, নতুন নির্দেশিকার লক্ষ্য শুধু অপ্রয়োজনীয় রোগী রেফার বন্ধ করা নয়, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে থাকা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও। সম্প্রতি স্বাস্থ্য দফতর ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিসিএমআইএস)-এর পর্যালোচনা করে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এই পোর্টালে আপলোড করার কথা। পোর্টাল পর্যালোচনার সময় দেখা যায়, একাধিক সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে থাকা ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিকাঠামো তার পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতেই রোগী রেফারের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নিয়ম জারি করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।এছাড়াও রাজ্যের সমস্ত সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের জন্য পৃথক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি সপ্তাহে বৈঠক করতে হবে। প্রতিটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার একাধিক ঘটনা সামনে আসায় সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে নিযুক্ত ‘ইনফেকশন কন্ট্রোল নার্স’-কে নিয়মিতভাবে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে।স্বাস্থ্য দফতরের আশা, নতুন নির্দেশিকাগুলি কার্যকর হলে অপ্রয়োজনীয় রোগী রেফারের প্রবণতা কমার পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালগুলির ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার এবং রোগী পরিষেবার মানও উন্নত হবে।

নতুন নীতি ও বাধ্যতামূলক সুরক্ষা ব্যবস্থায় শিশু সুরক্ষা জোরদার অসমে

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে অসম সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণমূলক ফাঁকফোকর দূর করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশুদের ক্ষেত্রে সুরক্ষার কোনও জায়গায় ফাঁক রাখা যায় না। বিদ্যমান ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে শিশুদের সুরক্ষা আরও মজবুত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশন পলিসি এবং জুভেনাইল জাস্টিস (জেজে) রুলস, ২০২৬ কার্যকর করা হয়েছে। শিশু সুরক্ষার জন্য আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য চাইল্ড সেফগার্ডিং অফিসার নিয়োগ এবং কর্মীদের স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে শিশুদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করা কর্মীরা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণ করছেন কি না, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এছাড়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি), জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (জেজেবি) এবং ১০টিরও বেশি আইনসিদ্ধ সংস্থার কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত করা হয়েছে। এর ফলে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং জবাবদিহি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।শিশুদের প্রয়োজন ও নিরাপত্তা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার প্ল্যান এবং হোম অডিট ব্যবস্থাও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, “শিশুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক কোনও ফাঁক রাখা যায় না।” শিশুদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে এই মন্তব্য করেন তিনি।নতুন পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ, প্রাতিষ্ঠানিক যত্ন, নজরদারি এবং পুনর্বাসনসবকটি দিককে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। শিশুদের নিয়ে কাজ করা আইনসিদ্ধ সংস্থা ও কর্মীদের আরও কঠোর সুরক্ষা বিধি মেনে চলতে হবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ঘাটতি দূর করে শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে।শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যাণ ও জবাবদিহির ওপর গুরুত্ব বাড়ানোর সময়েই অসম সরকারের এই নতুন নীতি ও নিয়ম কার্যকর করা হল। বিশেষ করে শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান এবং আধিকারিকদের কাজের ওপর নজরদারি আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাইক আরোহীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ট্রাফিক দপ্তরের উদ্যোগে হেলমেট বিতরণ। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

"স্লেন্ডার সানফিশ" কী ধরনের মাছ ?

মরিয়ম সুলতানা

বাংলাদেশের কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে অদ্ভুত আকৃতির এক মাছ, যেটি অনেকটাই "অচেনা"। গতকাল রোববার সকালে অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে এটি জালে ধরা পড়ে।

কিন্তু লম্বাটে শরীর, ছোট নলের মতো মুখ এবং অন্যান্য মাছের তুলনায় অস্বাভাবিক গড়নের কারণে মাছটি কোন প্রজাতির, প্রথমে তা শনাক্ত করতে পারেননি জেলেরা।

পরে জানা যায়, মাছটির নাম স্লেন্ডার সানফিশ, যার বৈজ্ঞানিক নাম র‍্যানজানিয়া লেভিস।

প্রায় দুই কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের মাছটি প্রথমে পটুয়াখালীর মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের একটি আড়তে নেওয়া হয়। "অচেনা" এই মাছটিকে দেখতে সেখানে ভিড় করে উৎসুক মানুষ। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে এর ছবি আসার পর মাছটিকে নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়ে। এই স্লেন্ডার সানফিশ আসলে কী ধরনের মাছ? বঙ্গোপসাগরে এই মাছের উপস্থিতি কতটা স্বাভাবিক? মাছটি কি মানুষের জন্য ক্ষতিকর, নাকি এটি খাওয়া যায়? মাছটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। মাছটি আড়তে তোলা হলেও অপরিচিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এটি আর বিক্রি হয়নি। স্থানীয় সাংবাদিক আবুল হোসেন রাজু জেলেদের বরাতে জানিয়েছেন, কুয়াকাটায় বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ পাওয়া গেলেও এটি পাওয়া যায়নি এর আগে। জেলেরাও এই মাছ প্রথম দেখেছেন। তার সঙ্গে যখন বিবিসি বাংলার কথা হচ্ছিলো, তখন যে আড়তে মাছটি তোলা হয়, সেই শাহীন এন্টারপ্রাইজের সরদার শহীদুল ইসলামের সাথেও কথা বলেন তিনি। মি. ইসলাম জানান, মাছটি বিক্রি হয়নি। জেলেরা ওই মাছ সাগরেই নিয়ে গেছে।

'ওই মাছ কোনো প্রাণীও খায় না,' মাছটি খাওয়ার উপযোগী না বোঝাতে বলছিলেন তিনি।

এই অঞ্চলের মানুষের কাছে অচেনা মাছটির ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিলো, তা বলতে পারেননি কলাপাড়া উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা। তিনি জানান, কলাপাড়া থেকে কুয়াকাটা ২৫ কিলোমিটার দূরে। তাই, শুধু একটি মাছের জন্য তারা সাধারণত মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনে যান না।

'সমুদ্রে নানান প্রজাতির মাছ আছে। এইরকম "রেয়ারেস্ট" মাছ মাঝে মাঝে এই অঞ্চলে আসে। সেক্ষেত্রে মাছ ধরা পড়লে আমরা আইডেন্টিফিকেশন করে দেই। এরপর সেটি বিক্রি হলে ঢাকা চলে যায়। কারণ বিভিন্ন ফাইভ স্টার হোটেলে এসব মাছের চাহিদা আছে' বলছিলেন তিনি। মাছটি কি আসলেই বিষাক্ত, কোথায় বসবাস? স্থানীয়দের মনে হয়েছিলো, মাছটি হয়তো বিষাক্ত, তাই এটিকে খাওয়া যাবে না।

কিন্তু মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা জানান, যেকোনো সামুদ্রিক মাছ বা প্রাণী খাওয়ারই নিয়ম আছে।

'স্কুইড থেকে শুরু করে অক্টোপাস, সবকিছুর প্রসেসিং ভিন্ন ভিন্ন। সানফিশেরও প্রসেসিং আছে। সেটি অনুসরণ করলে এটিও খাওয়া যায়,' বলছিলেন তিনি। তিনি আরও বলেন যে, মানুষের খাদ্যাভাসের ওপর নির্ভর করে কোনো মাছ দামি, নাকি কম দামি। বাংলাদেশে "স্লেন্ডার সানফিশ" মানুষ খায় না বা এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এটি খাবার উপযোগী না। তাই, এখানের প্রক্ষাপটে এটি দামিও না। কিন্তু হতো অন্য কোথাও এটি দামি। তবে মাছের প্রজাতিবিষয়ক আন্তর্জাতিক তথ্যভাণ্ডার ফিশবেজের তথ্য অনুযায়ী, স্লেন্ডার সানফিশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। সেখানে এটিকে "হার্মলেস" বলা হয়েছে। প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক জোট আইইউসিএনের ২০১১ সালের মূল্যায়নেও প্রজাতিটি বৈশ্বিকভাবে বিলুপ্তির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মাছ নয়। এটি সেখানে "লিস্ট কনসার্ন" কম উদ্বেগের প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত। আইইউসিএনের তথ্য বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্রে স্লেন্ডার সানফিশের দেখা মেলে। বিশেষ করে আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে। তাদের মানচিত্রে বঙ্গোপসাগরে মাছটির উপস্থিতি দেখানো না হলেও যেসব দেশে এই মাছ পাওয়া যায় সেই তালিকায় বাংলাদেশের নাম রয়েছে। এদিকে, ফিশবেজ বলছে, আটলান্টিক মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত এর দেখা মেলে। ভারত মহাসাগরে মাদাগাস্কার, মরিশাস, ইরান ও অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান, চীন, তাইওয়ান ও নিউজিল্যান্ডেও মাছটির উপস্থিতি রয়েছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ, অ্যাকুয়াকালচার ও মেরিন সায়েন্স অনুষদের সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ আলীও বলছিলেন, 'এই মাছে টক্সিন থাকার রেকর্ড নেই।'

যেসব দেশে এই সানফিশ পাওয়া যায়, সেসব দেশে এটি খায় বলেও জানান তিনি। বাংলাদেশে এই মাছ পাওয়া কি স্বাভাবিক? স্লেন্ডার সানফিশ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেলেও বঙ্গোপসাগরে এর উপস্থিতি কতটা স্বাভাবিক, সেই প্রশ্ন উঠেছে মাছটি ধরা পড়ার পর।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ আলী বলেছেন, ভারত মহাসাগরে এই মাছ পাওয়া গেলেও 'বঙ্গোপসাগরে পাওয়ার কোনো রেকর্ড দেখতে পাচ্ছি না।'

'বাংলাদেশে কখনোই পায় নাই এই মাছ, ভারতও বলছে রেয়ার। এর ডিস্ট্রিবিউশন হলো অস্ট্রেলিয়া, ইউএস, প্যাসিফিক, মাদাগাস্কার। নিউজিল্যান্ড, জাপান, চীন, তাইওয়ানেও পাওয়া গেছে। ৭০টার মতো দেশে পাওয়া গেছে। তবে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়াতে।' মূলত, স্লেন্ডার সানফিশ সাধারণত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রের মাছ --- বলছিলেন তিনি। তাহলে বিশ্বের অন্য অঞ্চলের মাছটি কীভাবে বাংলাদেশের উপকূলে এলো, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'একটি-দুইটা চলে আসে ভুল করে। অনেকসময় দুর্বল হলে স্রোতের সাথেও চলে আসে।' তার মতে, এই মাছ যদি পর্যাপ্ত পাওয়া যেত, তাহলে কোনো একটা কারণ সুনির্দিষ্ট করা যেত। কলাপাড়া উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহাও বলছিলেন যে তিনি প্রায় পাঁচ বছর ধরে ওই অঞ্চলে কর্মরত এবং এর আগে তিনি কখনও এই মাছটি ধরা পড়তে দেখেননি। 'এই ধরনের মাছ একসাথে লট (অনেক মাছ একসঙ্গে) পাওয়া গেলে বলা যেত আবহাওয়াজনিত কারণে আসছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই একটা দলছুট হয়ে যায় এবং ধরা পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির একটা দুইটা মাছ-ই বিভিন্ন সময় পাওয়া যায়। একসাথে ১০-২০ টা পাওয়া যায় না বা ঘনঘন পাওয়া যায় না। যা বলা যায়, কোনো কারণে হয়তো সে তার মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এদিকে চলে এসেছে।'

তিনি আরও বলেন যে এই মাছ গভীর সমুদ্রে থাকে। তাই, কুয়াকাটার জেলেরা এটি পায় না। 'কুয়াকাটার অংশের সমুদ্রের ধরণ কিছুটা ভিন্ন। কক্সবাজারে উপকূল থেকে কিছুদূর গেলেই গভীর সমুদ্র, মানে মহীসোপান তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কুয়াকাটার দিকে মহীসোপান প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে এরপর গভীর সমুদ্রে নেমে গেছে।' তাই, কুয়াকাটার অংশে গভীর সমুদ্রের মাছ আসে না। হঠাৎ হঠাৎ দলছুট হয়ে পড়ে ধরা পড়ে। আর, এই সানফিশ ভারত মহাসাগর লাগোয়া দেশগুলোতে, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যেতে পারে। আর কক্সবাজারে সেন্টমার্টিনের নিচের দিকেও এর বিস্তৃতি আছে বলে মত তার। স্লেন্ডার সানফিশ সম্বন্ধে আর যেসব জানা যায় "মোলিডে" পরিবারের অন্তর্ভুক্ত স্লেন্ডার সানফিশ মূলত খোলা সমুদ্রের মাছ। এই পরিবারকে সাধারণভাবে ওশান সানফিশ বা মোলা বলা হয়। আর, স্লেন্ডার সানফিশকে ওবলং সানফিশ, স্লেন্ডার মোলা বা ট্রাংকফিশ নামেও ডাকা হয়। তবে সাধারণত খোলা সমুদ্রে থাকার কারণে উপকূলের মানুষের কাছে মাছটি খুব পরিচিত নয়। মাছ ধরার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেও জালে উঠে আসতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রের উপরিভাগের পানিতে এরা বিচরণ করে। সমুদ্রের এক থেকে ১৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এদের উপস্থিতির রেকর্ড রয়েছে। ফিশবেজ বলছে, একটি পূর্ণবয়স্ক স্লেন্ডার সানফিশ দৈর্ঘ্যে প্রায় একশো সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে। স্লেন্ডার সানফিশের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর শরীরের গঠন। অন্যান্য অনেক মাছের মতো এর স্বাভাবিক লেজ নেই। ছোট অবস্থায় লেজ থাকলেও বেড়ে ওঠার সময় সেটি বিলীন হয়ে "ক্ল্যাভাস" নামে লেজের মতো একটি অংশ তৈরি হয়। ফলে মাছটির শরীরের পেছনের অংশ দেখে মনে হতে পারে সেটি যেন হঠাৎ কেটে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিষ্ঠান অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়ামের তথ্য অনুযায়ী, সানফিশ প্রজাতিগুলোর মধ্যে স্লেন্ডার সানফিশের শরীর সবচেয়ে লম্বা। তারা বলছে যে এই মাছটি সর্বোচ্চ ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে লম্বায়। আর, এদের প্রকৃত লেজ নেই। লেজের পরিবর্তে এদের পেছনের দিকে "ক্ল্যাভাস" থাকে। রুপালি রঙের এই মাছটির শরীরে নীল, ধূসর, বাদামি বা সবুজাভ ডোরা ও ফোঁটা থাকতে পারে। এদের শরীর দুই পাশ থেকে বেশ চাপা এবং লম্বাটে। মুখও তুলনামূলকভাবে ছোট এবং অনেকটা ফানেল বা নলের মতো। মুখ বন্ধ থাকলে মনে হয় যে সোজাসোজি এক রেখে চলে গেছে। এদিকে, অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন সত্ত্বেও এরা বেশ দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। সেইসাথে, এরা সাধারণত দলবদ্ধভাবে বা ঝাঁক বেঁধে চলাচল করে। এবার প্রশ্ন, স্লেন্ডার সানফিশ কী খেয়ে বেঁচে থাকে?

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ আলী বলেন, এরা সমুদ্রের উপরের স্তরে থাকা বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়। যেমন উদ্ভিদ কনা, ছোট ক্রাস্টেশিয়ান বা চিংড়ি-কাঁকড়াজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন

ব্লাশ যদি ত্বক উপযোগী না হয় তাহলে তা চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ব্লাশ মেইকআপের এমন একটা অংশ যা চেহারার মলিনভাব দূর করে ও তাৎক্ষনিকভাবে তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে ব্লাশ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। ফ্যাকাশে ত্বক: যাদের ত্বক ফ্যাকাশে সাদা তাদের জন্য পিচ ধর্মী ব্লাশ উপযোগী। কোমল আভা তৈরি করতে পাউডার-জাতীয় ব্লাশ ব্যবহার করা উচিত। হাইলাইটার ব্যবহার করতে না চাইলে শিমারযুক্ত ব্লাশ ব্যবহার করা ভালো। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (গোলাপিভাব): এই ধরনের ত্বকে হালকা গোলাপি রংয়ের ব্লাশ ভালো মানায়। এতে ত্বকের গোলাপিভাব আরও ফুটে ওঠে। ত্বকে ব্রোঞ্জার ব্যবহার করলে বা মাঝারি বর্ণের হলে অপেক্ষাকৃত গাঢ় গোলাপি ব্লাশ ব্যবহার করুন। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (জলপাইভাব): জলপাইভাব বর্ণে অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ বেশ চমৎকার লাগে। এটা মুহূর্তেই ত্বকে উজ্জ্বলভাব বাড়ায় ও ত্বকের রং আরও ফুটিয়ে তোলে। প্রাকৃতিক বর্ণ (গোলাপি ও জলপাইভাব): এই ধরনের ত্বকে প্রায় যেকোনো রংয়ের ব্লাশ দেখতেই ভালো লাগে। কারণ এতে গোলাপি ও জলপাইভাব দুটাই রয়েছে। উজ্জ্বল রং যেমন গোলাপি ও অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। মাঝারি বর্ণ: বাদামি ধর্মী লালচে রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে ভালো মানায়। কোরাল বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকের জন্য মানানসই। গাঢ় বর্ণ: লাল ও পাম বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। গায়ের রং গাঢ় হওয়ায় ত্বকে গাঢ় রংয়ের ব্লাশ ব্যবহার দেখতে বেশি প্রাকৃতিক লাগে। বেরি ও ফিউশা বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে মানায় ভালো।চোখের কালিমা ও বলিরেখা দূর করার ঘরোয়া উপায়

হাতে বলিরেখা দেখা দেওয়ার কারণ

বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি বা এরপর থেকে চোখের নিচের বলিরেখা দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে। বাইরে খুব বেশি সময় কাটানো হলে ত্রিশের আগেই তা ত্বকে ফুটে ওঠে। এই সমস্যা দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা নিরাপদ।

অতিবেগুনি রশ্মি: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এই অংশের কোলাজেন হ্রাস পেতে থাকে। এরফলে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ দৃশ্যমান হয়। পরিবেশগত দূষণ বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ। ধূমপান: ত্বকে অতিরিক্ত জারণের ফলে কোলাজেন ভেঙে যায় ও স্থিতিস্থাপকতা হারায়। তাই বলিরেখা দেখা দেয়। ধূমপান রক্তনালীকে সংকুচিত করে ফেলে ও রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয়। ফলে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উচ্চ শর্করা গ্রহণ: উচ্চ শর্করা ধরনের নিম্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ও বয়সের ছাপ ফেলে। তাই খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বলিরেখা কমাতে

অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরা প্রাকৃতিক আরামদায়ক উপাদান সমৃদ্ধ। ত্বকে পাঁচ মিনিট অ্যালো ভেরা মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গবেষণা থেকে দেখা যায় এটা বলিরেখা কমায়, কোলাজেন বাড়ায় ও ত্বককে আর্দ রাখতে সহায়তা করে। কলার মাস্ক: একটা কলার চারভাগের এক অংশ মিহি পেস্ট করে নিন। এটা ত্বকে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কলাতে আছে প্রাকৃতিক তেল ও ভিটামিন যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়াত করে।

ডিমের সাদা অংশ: একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে তা ফেটে নিন। এটা ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে। ত্বকে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এটা কোলাজেন বাড়ায় ও বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ভিটামিন সি: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, এটা ত্বকে কোলাজেন সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। ত্বকে ভিটামিন সি সিরাম ব্যবহার বলিরেখা কমায়। এটা ত্বককে আর্দ রাখতে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। হলুদ ও নারিকেল তেল: এক চিমটি হলুদ ও এক চামচ নারিকেল তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মিশ্রণটি চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে ত্বকে কয়েক ফোঁটা কাঠ বাদামের তেল যোগ করতে পারেন। টক দই: আধা টেবিল-চামচ দইয়ের সঙ্গে গোলাপ জল ও মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখ ও চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

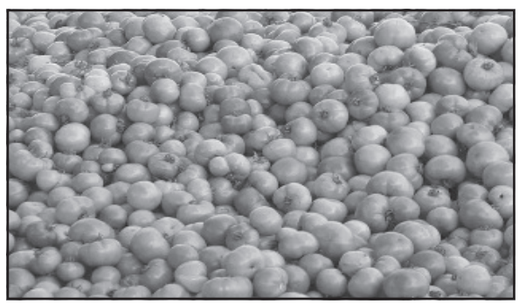

লাল নাকি কাঁচা টমেটো, কোনটি বেশি ভালো

বাজারে লাল ও কাঁচাদুই ধরনের টমেটোই এখন দেখা যাচ্ছে। টমেটো মূলত শীতের সবজি হলেও এখন সারা বছরই 'লাল বাবু'কে অর্থাৎ লাল টমেটো চোখে পড়ে। তবে শীতের সময়ই সবুজ বা কাঁচা টমেটো পাওয়া যায়। লাল ও কাঁচা টমেটোদুটোই বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ, তবে গুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতায় কিছুটা ভিন্নতা আছে। কাঁচা টমেটোর পুষ্টি - ভটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

পটাশিয়াম ও ফলেট পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক আর ফলেট কোষ বৃদ্ধিতে ও গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। লাইকোপিন- প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট লাইকোপিন কোষের বিভাজন সঠিকভাবে হতে সাহায্য করে এবং ক্যানসার প্রতিরোধ করে। ফাইবার- কাঁচা টমেটোতে প্রচুর ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে কাঁচা টমেটোতে সোলানাইন নামক রাসায়নিক থাকতে পারে, যা বেশি পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। লাল টমেটোর পুষ্টিগুণ লাইকোপিন- লাল টমেটো লাইকোপিনে ভরপুর, যা প্রোস্টেট, কোলন এবং পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। এটি সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বক রক্ষা করতেও সহায়ক। ভিটামিন এ ও কে- ভিটামিন এ ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে আর ভিটামিন কে হাড় মজবুত করে। হাড়ের টিস্যু পুনর্গঠনে সহায়তা করে। পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। রান্নার প্রভাব- লাল টমেটো রান্নার সময় কিছু ভিটামিন (যেমন ভিটামিন সি) হ্রাস পায়, তবে লাইকোপিনের পরিমাণ বাড়ে।

লাল ও কাঁচা টমেটোর তুলনা

লাইকোপিন লাল টমেটোতে লাইকোপিন বেশি, যা ক্যানসার ও হৃদ্রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

ভিটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি, যা ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে।

সাধারণ ঠান্ডা লাগা, জ্বর-সর্দি কখন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে? চিনে নিন ৫ উপসর্গ

জ্বর কোনও রোগ নয়। বরং শরীরে অনুপ্রবেশ করা কোনও সংক্রমণ বা সমস্যার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। চিকিৎসকদের মতে, প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দেহের তাপমাত্রা সাধারণত ১০০.৪ ফারেনহাইট (৩৮ সেলসিয়াস) বা তার বেশি হলে, তাকে জ্বর বলা যায়। থার্মোমিটারে পারদের চেয়েও রোগী কেমন অনুভব করছেন এবং তাঁর সঙ্গে কী কী উপসর্গ রয়েছে সেটি লক্ষ্য করা বেশি জরুরি। সাধারণ জ্বর, সর্দি-কাশি কখন বিপথে চালিত হয়, জানেন?

যে সব উপসর্গ দেখলে অবিলম্বে হাসপাতালে যাওয়া প্রয়োজন সাধারণ সুশ্রূষা ও পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরেও যদি জ্বরের সঙ্গে নীচের উপসর্গগুলো দেখা দেয়, তবে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা: শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, ঠোঁট বা নখ নীল হয়ে যাওয়া কিংবা বুকে তীব্র ব্যথা।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর সমস্যা: হঠাৎ বিভ্রান্তি, অতিরিক্ত তন্দ্রাচ্ছন্নতা, হাঁটতে না পারা, খিঁচুনি বা জ্ঞান হারানো।

মেনিনজাইটিসের লক্ষণ: ভীষণ মাথা ব্যথার সঙ্গে ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, বমি হওয়া এবং আলোর দিকে তাকাতে না পারা।

র‍্যাশ: অকারণে সারা গায়ে র‍্যাশ হওয়া বা লালচে দাগ হওয়া।

ডিহাইড্রেশন: বমি বা ডায়েরিয়ার কারণে শরীরে তরলের ঘাটতি দেখা দিলে, প্রস্রাব কমে গেলে বা অতিরিক্ত মাথা ঘুরলে।

তাপমাত্রা কত হলে ভয়ের কারণ? চিকিৎসকদের মতে, থার্মোমিটারে ১০৪ ফারেনহাইট (৪০ সেলসিয়াস) বা তার বেশি তাপমাত্রা উঠে গেলে, তা বিপজ্জনক। রোগী যদি সজাগ থাকেন, স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নেন ও পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ করতে পারেন তবে ঘরে বিশ্রাম ও প্রয়োজনীয় ওষুধেই নিরাময় সম্ভব। কিন্তু তাপমাত্রা কম, অথচ বিভ্রান্তি, শ্বাসকষ্ট বা ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যা থাকলে, দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়াই ভালো। শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা শিশুর বয়স ৩ মাসের কম হলে এবং তাপমাত্রা ১০০.৪চ (৩৮ঞ্চ) বা তার বেশি হলে তাকে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সন্তান অতিরিক্ত ঘুমোলে, সহজে ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে, খিঁচুনি হলে বা তরল খাবার খেতে না চাইলে একেবারেই সময় নষ্ট করা যাবে না।

কার্ডামম কফি থেকে তিসির চাটনি, ৪০ পেরিয়েও চনমনে থাকার টোটকা

বলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তে। বাংলাতেও মনে রাখার মতো কাজ করেছেন তিনি। পর্দায় অন্যরকম চরিত্র এবং দুর্দান্ত অভিনয়ের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে নিজের খাদ্যাভ্যাস, ঘুম এবং স্বাস্থ্য নিয়ে ভীষণ ভাবেই সচেতন বছর ৪১-এর রাধিকা। ২০২৪ সালে এক কন্যাসন্তানের মা-ও হয়েছেন তিনি। এই সময়ে মায়েদের নিজের শরীর এ মনের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। রাধিকা যদিও কোনওদিনই কড়া ডায়েট বা বাঁধাধরা রুটিনে বিশ্বাসী নন। বরং সহজ ও বাস্তবসম্মত জীবনযাত্রায় বিশ্বাস করেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে নিজের দৈনন্দিন খাবার ও ওয়েলনেস হ্যাবিট নিয়ে বেশ কিছু তথ্য শেয়ার করেছেন এই অভিনেত্রী। ১. ডিটক্স ড্রিংক ও এলাচ দেওয়া ব্ল্যাক কফি দিয়ে দিনের শুরু: ধনে ও জিরে ভেজানো জল: সকালে খালি পেটে প্রথমে ধনে ও জিরে ভেজানো জল খান।

ডিটক্স জুস: এর পরে শসা ও সেলেরি পাতার রসে সামান্য পুদিনা ও লেবু মিশিয়ে রিফ্রেশিং জুস পান করেন।

কার্ডামম ব্ল্যাক কফি: রাধিকা কফি খেতে পছন্দ করেন। তাই সকালে লিকার কফি বা ব্ল্যাক কফি খান। কফির কারণে হওয়া অ্যাসিডিটির সমস্যা দূর করতে তিনি কফিতে এক চিমটে ছোট এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে নেন।

২. কড়া ডায়েটে অনীহা সেলিব্রিটিদের মতো সারাবছর মেপে মেপে খাওয়ার বিষয়টি পছন্দ করেন না রাধিকা। কিন্তু সিনেমার চরিত্রের প্রয়োজনে ওজন কমাতে হলে তিনি কিছু দিনের জন্য ডায়েট করেন। রাধিকা খেতে ভালোবাসেন। ইতালিয়ান, জাপানিজ, চাইনিজ এবং ইন্ডিয়ান সব ধরনের খাবারই তাঁর প্রিয়। এমনকী ব্রিটেনের চিরাচরিত রোস্টও তাঁর খুব পছন্দের।

৩. মায়ের হাতের তিসির চাটনি ও নাড়ু

রাধিকার ডায়েটের অন্যতম প্রিয় মিষ্টি হলো তাঁর মায়ের হাতের তৈরি তিসির চাটনি ও নাড়ু। রাধিকার ফ্রিজে সবসময়েই তাঁর মায়ের তৈরি তিসির চাটনি থাকে। তিসিতে

প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ও ফাইবার থাকে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ সবের জন্যেই তিসি ভালো। শুটিং বা কাজের ফাঁকে এনার্জি পেতে ব্যাগে সবসময় মায়ের বানানো তিসির লাড্ডু বা নাড়ুও রাখেন অভিনেত্রী।

৪. অ্যাংজাইটি ও ঘুমের তারতম্য

ঘুমের ব্যাঘাত নিয়েও অকপট অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তে। মানসিক চাপ, অ্যাংজাইটি বাড়তে থাকলে রাধিকা রাতে মাত্র ৩-৪ ঘণ্টা ঘুমোতে পারেন। আবার মানসিক চাপ মুক্ত থাকলে তিনি দিনে ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমান।

দিল্লিতে বেআইনি ও বিপজ্জনক ভবনের বিরুদ্ধে ভাঙা অভিযান শুরু এমসিডির

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি ও বিপজ্জনক ভবন চিহ্নিত করে ভাঙার অভিযান শুরু করেছে দিল্লি পুরনিগম (এমসিডি)। বুধবার মেয়র প্রবেশ ওয়াহি জানিয়েছেন, শহরের জরাজীর্ণ ও অননুমোদিত নির্মাণগুলির বিরুদ্ধে এই বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় একটি বহুতল ভবন ধসে সাতজনের মৃত্যু হওয়ার পরই এই অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। বুধবার ধসে পড়া ভবনটির পাশের একটি ভবনও ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়।

আইএএনএস-কে মেয়র প্রবেশ ওয়াহি জানান, দিল্লিতে বেআইনি ও বিপজ্জনক ভবন পরিদর্শনের জন্য বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১,১১৮টি ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে পিজি (পেয়িং গেস্ট) আবাসন পরিচালিত হচ্ছিল। এর মধ্যে ১,০৮০টি ভবনকে নিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরও ৩৬টি ভবনে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। বাকি ভবনগুলর পরিদর্শন ইঞ্জিনিয়ার-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা করছেন।

তিনি আরও জানান, কোনও ভবনে অনুমোদনহীনভাবে পাঁচতলা নির্মাণ করা হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি ভবনটি সিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, দক্ষিণ জোনের এমসিডি চেয়ারম্যান ধরমবীর সিং জানান, সত্য নিকেতনে দুর্ঘটনার দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরের দিনই পাঁচ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয় বলে তিনি জানান।

ধরমবীর সিং বলেন, রাজধানীর হোটেল, সুইমিং পুল, জিমসহ বিভিন্ন ধরনের ভবন সরেজমিনে পরিদর্শন করে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবনগুলি কত বছরের পুরনো, তার মতো বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, বিজেপি সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজ এবং দিল্লি বিজেপির সভাপতি হর্ষ মালহোত্রা দুর্ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলি পর্যবেক্ষণ করছেন।

জরাজীর্ণ বা বিপজ্জনক ভবন সম্পর্কে এমসিডিকে অভিযোগ জানানোর জন্য সাধারণ মানুষের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন ধরমবীর সিং। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি এলাকায় পুরনিগমের পক্ষে নিজে গিয়ে সবকিছু চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। নাগরিকদের অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এমসিডির ওই আধিকারিক জানান, রাজধানীর সমস্ত ভবনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও ভবন মেরামতযোগ্য হলে সংস্কার করা হবে এবং মেরামত সম্ভব না হলে তা ভেঙে ফেলা হবে। দায়িত্ব পালনে কোনও আধিকারিকের গাফিলতি ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। সত্য নিকেতনে ধসে পড়া ভবনের পাশের নির্মাণটি ভেঙে ফেলার পাশাপাশি রাজধানীর পরমপুরী, উত্তম নগর এবং লক্ষ্মী নগরের একটি পিজি আবাসন-সহ বিভিন্ন এলাকায় অননুমোদিত নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে এমসিডি। নেহরু বিহার এলাকায় বেশ কয়েকটি লাইব্রেরিও সিল করা হয়েছে।

এদিকে, ভবন ধসের ঘটনায় দিল্লি পুলিশ বুধবার পিজি অপারেটর সুখবংশ দেকে গ্রেফতার করেছে। এর ফলে এই ঘটনায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ।

এর আগে আইএএনএস-এর সঙ্গে কথা বলার সময় সত্য নিকেতনের স্থানীয় বাসিন্দারা 'পেয়িং গেস্ট মাফিয়া'র বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসার নিয়োগ রাজ্যপাল আর এন রবির

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে নতুন অস্থায়ী রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসার নিয়োগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আর এন রবি। বুধবার রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা এই তথ্য জানিয়েছেন।

জানা গেছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দেবজিৎ দত্ত ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের সচিব ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ফিনান্স অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন।

৮ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে পাঠানো উচ্চশিক্ষা দফতরের চিঠিতে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য দেবজিৎ দত্তকে রেজিস্ট্রার এবং ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিনান্স অফিসার হিসেবে ছয় মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁদের স্বাভাবিক দায়িত্বের পাশাপাশি এই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। যোগদানের দিন থেকে ছয় মাস অথবা পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্তযেটি আগে হবেএই নিয়োগ কার্যকর থাকবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রেজিস্ট্রার এবং স্থায়ী ফিনান্স অফিসার নিয়োগের জন্য বিধিসম্মত প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা যেতে পারে।

গত কয়েক দিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন রেজিস্ট্রার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও স্থায়ী রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসার নিয়োগের বিষয়টি আলোচনা করা হয়। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটিতে ওয়ার্কিং কমিটির দু'জন প্রতিনিধিকে মনোনীত করা হয়েছে। তবে এখনও কোনও স্থায়ী নিয়োগ হয়নি।

এর আগে ২০২৫ সালের এপ্রিলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল এবং অস্থায়ী ফিনান্স অফিসার শিলাদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের মেয়াদ দ্বিতীয়বারের জন্য বাড়ানো হয়েছিল। এই মেয়াদ বৃদ্ধির বিরোধিতা করেছিলেন একাংশের শিক্ষক।

অল বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এবিউটিএ) সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি অভিযোগ করেন, এই নিয়োগকে অবৈধ দাবি করে তাঁরা রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী সুবেন্দু অধিকারী এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, এভাবে কারও মেয়াদ ছয় মাসের বেশি বাড়ানো যায় না। মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত যে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নেওয়া হয়েছিল, সেই বৈঠকের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউও এর আগে ওই দুই আধিকারিকের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

কোটা শিশু নির্যাতনকাণ্ডে ডিএনএ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ

জয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের কোটায় তিন বছরের এক শিশুকন্যার কথিত যৌন নির্যাতনের ঘটনায় সন্দেহভাজন অভিযুক্তকে শনাক্ত করতে ডিএনএ নমুনা, ফরেনসিক প্রমাণ এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শিশুটির বয়স খুব কম হওয়ায় সে ঘটনার বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে পারছে না। ফলে তদন্তকারীরা বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য সহায়ক প্রমাণের ওপর নির্ভর করছেন।

কোটা জেলায় তিন বছরের এক শিশুকন্যার কথিত যৌন নির্যাতনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনা সামনে এসেছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পকসো আইনসহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি সাধারণত বাড়িতেই থাকে এবং বাড়ির কাছের একটি প্লে স্কুলে যায়। সম্প্রতি শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তাকে এক শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যান। চিকিৎসকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় শিশুটির কোমর ও যৌনাঙ্গের আশপাশে ব্যথা ও ফোলা লক্ষ্য করা যায়। চিকিৎসকের সন্দেহ হয়, শিশুটি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকতে পারে। এরপর তিনি বিষয়টি পরিবারকে জানান। পরে পরিবারের সদস্যরা পুলিশের দ্বারস্থ হন।

কোটা সিটির পুলিশ সুপার তেজস্বিনী গৌতম জানিয়েছেন, পকসো আইন এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মহিলা হয়রানি তদন্ত সেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুকেশ সাংখলার তত্ত্বাবধানে তদন্ত চলছে।

শিশুটির পরিবারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ প্লে স্কুলের কয়েকজন পুরুষ কর্মীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছে। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-এর একটি দলও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

আগরতলা পুরনিগম এলাকায় নকসা সমীক্ষার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ন্যাশনাল জিওস্পেশিয়াল নলেজ বেসড ল্যান্ড সার্ভে অব আরবান হেবিটেশানস (নকসা) প্রকল্পটি একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর প্রথম পর্যায়ের আওতায় প্রায় ৩১.০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সমীক্ষা এলাকায় ২৫টি রাজস্ব মৌজা এবং ৩৫টি পুর ওয়ার্ড সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আজ আগরতলা শিট নং ১৩ মৌজা থেকে এই সমীক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষিত সমীক্ষা দল আধুনিক সমীক্ষা প্রযুক্তি, যেমন ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন (ইটিএস) এবং জিএনএসএস ব্যবহার করে মাঠ সমীক্ষা, ভূমিস্তর যাচাই এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজ পরিচালনা করছে।

নকসা পাইলটের মূল উদ্দেশ্য হল স্থানিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের সম্পত্তির একটি নির্ভুল ও সমন্বিত জিওস্পেশিয়াল ডাটাবেস তৈরী করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নগর ভূমি রেকর্ডকে আরও শক্তিশালী করা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, উন্নত নগর পরিকল্পনায় সহায়তা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিষেবা আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত ও যাচাইকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষাভুক্ত সম্পত্তির জন্য আরবান প্রোপার্টি কার্ড প্রস্তুত করা হবে।এই সমীক্ষা ভূমিলেখ্য ও বন্দোবস্ত দপ্তর, এসপিএমইউ নকসা, আগরতলা পুরনিগম এবং সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে। নির্ধারিত সমীক্ষা এলাকার নাগরিকদের মাঠ সমীক্ষা ও ভূমিস্তর যাচাইয়ের সময় সমীক্ষা দলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

PG ADMISSION NOTIFICATION (2026–27)
COLLEGE OF AGRICULTURE, TRIPURA
Agartala, West Tripura

Applications are invited for M.Sc. admissions in Agronomy (6 seats), Horticulture [Fruit Science] (6 seats) and Plant Pathology (6 seats).
Eligibility: 4-year B.Sc. (Hons.) Ag. / B.Sc. (Hort.) with min. 60% marks (55% for SC/ST). Min. age: 21 years.
How to Apply: Download form from https://coatripura.ac.in/ and submit via email to coat.pgs@gmail.com.
Application Fee: 200 (UR) / 150 (SC/ST) pay online to SBI A/C: 36420611563 (IFSC: SBIN0016016).
Key Dates:
Application Window: 09.09.2026 to 27.09.2026
Merit List: 30.09.2026
For full details, visit https://coatripura.ac.in/.

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal & Director,
College of Agriculture, Tripura
ICA/D-945/26

নিখোঁজ সংবাদ

Ref:- Kalamchoura PS Case No.048KLC 2026 Dated-27-08-2026 U/S-140(3) of BNS
উপরিউক্ত ছবিটি সঞ্জীব দেবনাথ (৩৩),পিতা- শ্রী দিলীপ দেবনাথ,সাং- কলশিমুড়া, রতনদুলা,থানা- কালমচৌড়া, জেলা- সিপাহীজলা ত্রিপুরা। বয়স ৩৩ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ ফর্সা, মুখমণ্ডল-ডিম্বাকৃতি (চোখের নিচে কালো দাগ আছে), পরিহিত পোশাক- নীল টি-শার্ট ও কালো জিন্স প্যান্ট।উক্ত ব্যক্তিটি গত গত এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অপহৃত হন।
উপরিউক্ত অপহৃত এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।
যোগাযোগের ঠিকানা :
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ নম্বর :-
৬০০৯৪২০৬০৮ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা)
৯৪৩৬১২১২০০ (ও.সি. কালমচৌড়া থানা)

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
বিশ্রামগঞ্জ
ICA/D-948/26

NOTICE

Director, SCERT, Abhoynagar, Agartala, Tripura invites EOI through e-tender in 2(two) bid system (Technical & Financial) for the following work:
"ENGAGEMENT OF ASSOCIATION / SOCIETY FOR DISTRIBUTION / SALE OF SCERT, TRIPURA TEXTBOOKS (CLASS IX-XII) FOR THE ACADEMIC SESSION 2027-2028".
Tender ID : 2026_DYDIR_76657_1
Tender Value : Rs. 50,00,000
Earnest Money : Rs.1,00,000/-
Tender Fee : Rs. 1,000/-
Bid Submission Start Date : 03-09-2026 at 16:00 hrs.
Last date & time of submission of e-tender: 28-09-2026, 17.00 hrs.
The details of terms and conditions of EOI can be obtained from the web-site www.tripuratenders.gov.in.

(K. Debbarma)
Jt.Director, Tripura
SCERT, Tripura
ICA/C-1904/26

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়রা বহিরাগত নন, দিল্লিতে মণিপুরের সঙ্গীতশিল্পী চৌথম বিক্রম সিংহের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ, ঘৃণাজনিত অপরাধ বন্ধের দাবি বীরজিৎ সিনহার

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: দিল্লিতে মণিপুরের সুপরিচিত সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত শিক্ষক চৌথম বিক্রম সিংহের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ত্রিপুরা বিধানসভার কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা তথা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে দিল্লিতে, বারবার আক্রমণের অভিযোগ নিয়ে সরব হন তিনি।বীরজিৎ সিনহা বলেন, চৌথম বিক্রম সিংহ দিল্লিতে সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে দিল্লিতে গিয়ে খাদ্য সরবরাহের কাজে যুক্ত যুবকদের সঙ্গে তাঁর কোনও এক সময়ের বিরোধের সূত্র ধরে মারামারির ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। সেই ঘটনার পর তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীর এমন মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং উদ্বেগজনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ দেশের কোনও অংশে বহিরাগত নন। তাঁরা ভারতেরই নাগরিক।উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়রা বহিরাগত নই, আমরাও ভারত"এই বার্তা দিয়ে ঘৃণা-জনিত অপরাধ বন্ধ করার দাবি জানান তিনি। বিধায়ক অভিযোগ করেন, দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকরা নানা ধরনের আক্রমণ ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই ধরনের ঘটনায় যথাযথ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এসসি-এসটি অ্যাট্রোসিটিজ অ্যাক্টের আওতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের মানুষ সমানভাবে সুরক্ষা পান কি না, সেই প্রশ্নও তুলে ধরেন তিনি। বিশেষ করে মণিপুরের সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্পষ্টতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।চৌথম বিক্রম সিংহের মৃত্যুর ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ জবাবদিহি দাবি করে বীরজিৎ সিনহা বলেন, এই ধরনের হত্যাকাণ্ড কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।এই মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দুষ্কৃতীদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ থেকে এমন অপরাধ করার সাহস কেউ না পায়, দাবি করেন বীরজিৎ সিনহা।

সাক্ষরতা কার্যক্রমে টেপানিয়ায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি

উদয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর: 'নয়া ভারত, নয়া রশ্মি', 'সাক্ষর ভারত, সশক্ত ভারত' এবং 'পড়েঙ্গা-লিখেঙ্গা, বাধেঙ্গা, নয়া ভারত বানায়েঙ্গা'এমন নানা স্লোগানে মুখরিত হলো উদয়পুরের টেপানিয়া এলাকা। উল্লাস সাক্ষরতা কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে বুধবার টেপানিয়া পিএমসি টেপানিয়া কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

১ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাক্ষিক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সাক্ষরতা কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার চালানো হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে প্রতিটি শিশু যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় এবং কোনও শিশুই যেন পড়াশোনা থেকে ঝরে না পড়ে, সেই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই র্যালির আয়োজন করা হয়।বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা হাতে বিভিন্ন ধরনের রঙিন প্ল্যাকার্ড নিয়ে নানা সচেতনতামূলক স্লোগান দেয়। বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে র্যালিটি টেপানিয়া ব্লক ও টেপানিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় পৌঁছায়।র্যালিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন টেপানিয়া ব্লকের বিদ্যালয় পরিদর্শক ভগন সিং মলসুম, এনআইএলপি-র গতি জেলা কো-অর্ডিনেটর তথা উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক রঞ্জিত দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনির সিআরপি অপুরাম সরকার, পিএমসি টেপানিয়া কলোনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ ভৌমিক, সঞ্জয় চন্দ্র দাস, দীপ্তনু ভৌমিক, গোপাল দেবনাথ, অপর্ণা দাস, বিশ্বজিৎ গোস্বামী-সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত তথা নবভারত গঠনের লক্ষ্যে উল্লাস প্রকল্পের সাক্ষরতা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার বার্তা দেওয়া হয়। রঙিন প্ল্যাকার্ডে বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগান নিয়ে শিক্ষার্থীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকাবাসীর নজর কাড়ে। র্যালিকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার গুরুত্ব ও শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচি এলাকায় ইতিবাচক সাড়া ফেলে।

PNIET NO: EE-IED/PWD/AGT/41/2026-27 dated: 08/09/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/ Elect/DNIT/14/2026-27	29,88,108.00	59,762.00	120(One Two Zero) Days
2	ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/ Elect/DNIT/15/2026-27	1,05,54,597.00	2,11,092.00	240(Two Four Zero) Days
3	ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/ Elect/DNIT/17/2026-27	28,05,983.00	56,120.00	180(One Eight Zero) Days

Last date and time for document downloading and bidding is on17/09/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 17/09/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870
ICA/C-1900/26

ভারতের সীমান্ত সুরক্ষায় অরুণাচল প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন

ইটানগর, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতের সীমান্ত সুরক্ষায় অরুণাচল প্রদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মন্তব্য করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। বুধবার ইটানগরে অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, কৌশলগত গুরুত্বের পাশাপাশি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে দেশের কাছে এই রাজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

তিনি বলেন, অরুণাচল প্রদেশের মানুষ যেভাবে দেশের সীমান্ত রক্ষা করেন, তার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের নিরাপত্তাও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই সীমান্তবর্তী এই রাজ্যের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা একইসঙ্গে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা তুলে ধরে উপরাষ্ট্রপতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) গঠনের কথা স্মরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'র অধীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়নমূলক সাফল্যের জন্য রাজ্য সরকার ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান রাধাকৃষ্ণন। তিনি বলেন, দেশে কিউই উৎপাদনে অরুণাচল প্রদেশ শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সড়ক পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, এক লক্ষেরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান এবং শিক্ষা ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথাও তিনি তুলে ধরেন।

বিধায়কদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ঐতিহ্য বজায় রেখে রাজ্য ও দেশের উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। ভারতের সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উল্লেখ করে রাধাকৃষ্ণন ভারতকে 'গণতন্ত্রের জননী' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বিধায়কদের সেই ঐতিহ্যের মর্যাদা রাখার আহ্বান জানান।

অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভার সুবর্ণজয়ন্তী পূর্ণ হওয়ায় তিনি বিধানসভাকে অভিনন্দন জানান। বিধানসচিবালয়কে প্লাস্টিকমুক্ত করা এবং বিধানসভা গ্রন্থাগার ও জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মতো উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন তিনি। বিধায়কদের নির্বাচনী সাফল্যের চেয়ে জনসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন জেতা সম্ভব হলেও মানুষের সম্মান ও আস্থা অর্জন করা যায় কেবল নিষ্ঠার সঙ্গে জনসেবা করার মাধ্যমে। জনস্বার্থ ও নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্যা তুলে ধরতে প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং জিরো আওয়ার কার্যকরভাবে ব্যবহারের পরামর্শও দেন তিনি।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে রাধাকৃষ্ণন আইনসভার কার্যক্রমে সংলাপ, বিতর্ক ও আলোচনার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তাঁর কথায়, বিতর্ক, আলোচনা বা এমনকি বাধাদানসবকিছুর পরিণতি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মধ্যে হওয়া উচিত। সুস্থ বিতর্ক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং গঠনমূলক সহযোগিতা রাজ্য ও দেশের অগ্রগতিতে সহায়তা করে বলেও তিনি জানান।

রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'বিকশিত অরুণাচল প্রদেশ' ছাড়া 'বিকশিত ভারত' সম্ভব নয়। উন্নয়নের সুফল যাতে সমাজের প্রতিটি অংশে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোনও জনজাতি বা প্রান্তিক সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে রাখা যাবে না বলেও তিনি সতর্ক করেন।

পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহারের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অরুণাচল প্রদেশের বিপুল জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার রাজ্যের আয় বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে।

ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, একটি সংবিধান, 'রাষ্ট্র প্রথম' ভাবনা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্য দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। জাতীয় কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত ঐক্যবদ্ধ চিন্তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

এর আগে বিধানসভা চত্বরে পৌঁছে উপরাষ্ট্রপতি মহাত্মা গান্ধী এবং বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তাঁকে আনুষ্ঠানিক গার্ড অব অনারও দেওয়া হয়। পরে তিনি অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। সেখানে রাজ্য বিধানসভার বিবর্তন, বিকাশ এবং দীর্ঘ আইনপ্রণয়ন যাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

অসমে দুই অভিযানে ৬৮ কোটির বেশি টাকার নিষিদ্ধ মেথ ট্যাবলেট উদ্ধার, গ্রেফতার ২

শিলচর, ৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের কাছাড় জেলায় মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক অভিযানে ৬৮ কোটিরও বেশি টাকা মূল্যের অত্যন্ত আসক্তিকর মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এই ঘটনায় দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বুধবার আধিকারিকরা জানিয়েছেন।এক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র জানান, আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে অসম রাইফেলস, কাস্টমস দফতর এবং অসম পুলিশের যৌথ দল মঙ্গলবার রাতে কাছাড় জেলার লালপানির কাছে একটি ট্রাক আটক করে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চালক ওই এলাকা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সতর্ক যৌথ বাহিনী ট্রাকটি আটক করে। তল্লাশিতে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৪৫ কোটি টাকা। একটি টাটা ট্রাক এবং মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি এবং উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য কাস্টমস দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।অন্যদিকে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত শিবপুর এলাকায় অভিযান চালায় অসম পুলিশ। সেখানে একটি ট্রাক আটক করে তল্লাশি চালিয়ে গাড়িটির গোপন কুঠুরি থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ট্যাবলেটগুলির ওজন প্রায় ২৫ কেজি। এই ঘটনায় কাছাড় জেলার বাসিন্দা সাহির হুসেন চৌধুরী নামে এক মাদক পাচারকারী তথা ট্রাকচালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অধিকারিকদের মতে, এই দুই অভিযানে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য মিলেছে। অসম রাইফেলস, কাস্টমস দফতর এবং অসম পুলিশের মধ্যে সমন্বয় ও নজরদারির ফলেই এই বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযান সফল হয়েছে।মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট, যা ইয়াবা বা 'পার্টি' ট্যাবলেট নামেও পরিচিত, সাধারণত মেথঅ্যামফেটামিন ও ক্যাফেইনের মিশ্রণে তৈরি হয়। ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে এই ট্যাবলেটের অবৈধ ব্যবহার রয়েছে।পুলিশের সন্দেহ, নিষিদ্ধ এই মাদক মায়ানমার থেকে পাচার হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন পথ ব্যবহার করে দেশের অন্যত্র এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মায়ানমারের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

আহত শরিক নেতাকে দেখতে জিবি হাসপাতালে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: হেজামারায় আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মার উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত স্বপন দেববর্মাকে দেখতে যান তিপ্রা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।অভিযোগ, মঙ্গলবার হেজামারা ব্লকের সামনে স্বপন দেববর্মার উপর হামলা চালায় তিপ্রা মথার সঙ্গে যুক্ত একদল দুর্বৃত্ত। হামলায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।বুধবার হাসপাতালে স্বপন দেববর্মার সঙ্গে দেখা করার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তিনি অভিযোগ করেন, হামলার সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও স্বপন দেববর্মাকে রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।তবে একইসঙ্গে রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, তিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে নিয়ে স্বপন দেববর্মার করা মন্তব্য সমীচীন হয়নি। ওই মন্তব্যে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে কোনওভাবেই হামলাকে সমর্থন করা যায় না বলে তাঁর বক্তব্য।বিধায়ক আরও দাবি করেন, তিপ্রা মথা একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল। হামলার ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করে জড়িতদের চিহ্নিত করবে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।এদিকে, ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরও খবর লেখা পর্যন্ত হামলার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। ফলে পুলিশি তদন্ত ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। হামলার প্রকৃত কারণ, কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং পুলিশের ভূমিকা কী ছিলতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়লগে অংশ নিতে যুবদের প্রতি আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: দেশের যুব সমাজের প্রতিভার বিকাশ, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্বের দক্ষতাকে জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজিত হচ্ছে বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়লগ (ভিবিওয়াইএলডি) ২০২৭। এই কর্মসূচিতে ১৫-২৯ বছর বয়সী যোগ্য যুবদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত জেলাশাসক অসিত কুমার দাস এই আহ্বান জানান। তিনি সাংবাদিকদের জানান, গত ১৬ আগস্ট থেকে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এই কর্মসূচিতে যুবদের বিভিন্ন দক্ষতা ও প্রতিভা তুলে ধরতে বিভিন্ন বিষয় রাখা হয়েছে। এগুলি হল-কর্মসূচি অনুযায়ী বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ এর মাধ্যমে ক্যুইজ সহ বিভিন্ন ধাপে যুবদের অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে। মাই ভারত পোর্টালের মাধ্যমে যোগ্য যুবরা এতে অংশ নিতে পারবে। জেলা পর্যায় থেকে নির্বাচিত প্রতিযোগীরা রাজ্যভিত্তিক ও জাতীয় স্তরে অংশ নেবেন। ইয়থ পার্লিয়ামেন্ট- এতে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে যুবদের সংসদীয় কার্যপ্রণালী নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে। কালচার্যাল ট্র্যাক- এতে সমবেত নৃত্য, সংগীত, মুকাভিনয়, নাটক, পেইন্টিং ও কবিতা রচনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে। ডিজাইন ভারত এবং হ্যাক ফর সোশ্যাল কজ এবং ইয়থ এট্রিপ্রিনিয়রস চ্যালেঞ্জ।অতিরিক্ত জেলাশাসক অসিত কুমার দাস সাংবাদিকদের জানান, পশ্চিম জেলার যোগ্য যুবরা এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৯ হাজারের উপর যুবক-যুবতী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। এছাড়া তিনি জানান, জেলা পর্যায়ের বিজয়ীরা রাজ্য পর্যায়ের বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়লগ এ অংশ নেবে। সেখান থেকে নির্বাচিত যুবরা আগামী ১০-১২ জানুয়ারি, ২০২৭ নয়াদিল্লিতে আয়োজিত জাতীয় যুব উৎসবে অংশ নেবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩ হাজার যুবক-যুবতী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত যুবরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে মতবিনিময়েরও সুযোগ পাবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাথে উপস্থিত ছিলেন মাই ভারত স্টেট এনএসএস এর আধিকারিক প্রবালকান্তি দেব ও মাই ভারত পশ্চিম জেলা ইয়থ অফিসার অজিৎ কুমার প্রমুখ।

কমলপুরের হালাহালি বাজারে খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৯ সেপ্টেম্বর:ধলাই জেলার কমলপুরের হালাহালি বাজার এলাকায় গতকাল বিভিন্ন ছোট খাবারের দোকান ও মিষ্টির দোকানে জেলা খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের নেতৃত্বে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটারি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিযান চালানো হয়। পরিদর্শনকালে চারটি মিষ্টির দোকান ও তিনটি রেস্টুরেন্ট-এ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটারি ব্যবস্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দুটি খাদ্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটারি ব্যবস্থা যথাযথভাবে বজায় রাখা হয়নি।এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী নোটিশ জারি করা হবে। এছাড়াও, একটি খাদ্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। উক্ত অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইন ও বিধি অনুযায়ী জরিমানা আরোপের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।পরিদর্শনকালে খাদ্য ব্যবসায়ীদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যে অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত খাদ্য রং ব্যবহার না করার বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করা হয়। একই সঙ্গে খাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটারি ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিবিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য তাঁদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে পুর নিগমে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত শেষ করার লক্ষ্যে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পুর নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাস্তাঘাট ও ড্রেন সংস্কার, আলোর ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্পোরেটর এবং পুর নিগমের আধিকারিকরা। দুর্গাপূজার আগে শহরের সৌন্দর্যায়ন ও নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করার বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র দীপক মজুমদার জানান, দুর্গাপূজার আগে রাজ্যের রাস্তাঘাট সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা। সেই লক্ষ্যেই আগরতলা পুর নিগম ও স্মার্ট সিটি কর্তৃপক্ষ শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ও ড্রেন সংস্কার-সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কাজের কতটা অগ্রগতি হয়েছে এবং পুজোর আগে বাকি কাজ কীভাবে দ্রুত সম্পন্ন করা যায়, তা নিয়েই এদিনের বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয় বলে জানান মেয়র।

তিনি বলেন, শহরের যেসব এলাকায় অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মেয়র আরও জানান, দুর্গাপূজার আগেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির সংস্কার, ড্রেন পরিষ্কার ও সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। পুজোর দিনগুলিতে শহরবাসী ও দর্শনার্থীদের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মনগরে মাদক কারবার নিয়ে গুরুতর অভিযোগ, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

ধর্মনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে মাদক কারবারকে কেন্দ্র করে ফের একাধিক গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মাদকবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাদকের কারবার নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারি ও মাদকবিরোধী অভিযান সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তি প্রকাশ্যে কিংবা আড়ালে থেকে কথিতভাবে মাদক কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে যুবসমাজের একটি অংশ নেশার কবলে পড়ছে এবং পরিবারগুলির মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। বিশেষ করে, কেউ প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক কারবারের অভিযোগ তুলে থাকলে পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করেছে কি না, তদন্তের অগ্রগতি কী এবং অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে কী ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেতো স্পষ্ট করার দাবি উঠেছে।

অভিযোগের প্রসঙ্গে স্থানীয়ভাবে আমির উদ্দিন, মইনুল মিয়া এবং 'ভাতিজা' নামে পরিচিত বিট্টু দাসের নামও উঠে এসেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্মনগর আইএসবিটি সংলগ্ন এলাকায় প্রকাশ্যে মাদক ও মদের কারবার চালানোর অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ। তবে এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ আদালত বা তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছেএমন দাবি করা হচ্ছে না।

এদিকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ। তাঁদের দাবি, কোথাও মাদক কারবারের অভিযোগ থাকলে শুধুমাত্র ছোটখাটো মাদক উদ্ধার বা কয়েকজনকে আটক করার মধ্যে অভিযান সীমাবদ্ধ না রেখে মাদক সরবরাহের মূল উৎস এবং এর সঙ্গে যুক্ত গোটা নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করতে হবে।

স্থানীয়দের একাংশ বিশেষভাবে কথিত মাদক কারবারি আমির উদ্দিনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি মাদক কারবারের সঙ্গে অর্থের লেনদেন, সরবরাহের উৎস এবং এর নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদেরও তদন্তের আওতায় আনার দাবি উঠেছে।

তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত ছাড়া কাউকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয় বলেও মত স্থানীয়দের একাংশের। একই সঙ্গে গুরুতর অভিযোগ সামনে আসার পর পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা জরুরি বলে দাবি তাঁদের।

ধর্মনগরের সাধারণ মানুষের একাংশের দাবি, গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হোক। নেশামুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে বলেও মত তাঁদের। এখন দেখার বিষয়, ধর্মনগরে মাদক কারবার নিয়ে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

আগরতলা রেলস্টেশনে ২৭ কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার এক

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর আগরতলা রেলস্টেশনে বড়সড় গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে আগরতলা জিআরপিএস। বুধবার ৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে আগরতলা রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন পার্কিং এলাকার সামনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসআই পঙ্কজ বিশ্বাসের নেতৃত্বে আগরতলা জিআরপিএস-এর পুলিশ কর্মীরা এদিন দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ অভিযান চালান। সেই সময় বিশ্বম্ভর চন্দ্র দে (৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা দুটি ট্রলি ব্যাগ তল্লাশি করে মোট ২৭.৭২০ কেজি সন্দেহভাজন গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া গাঁজার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা। গ্রেফতার ব্যক্তির বাড়ি সোনামুড়া হাসপাতাল রোড এলাকায়, সোনামুড়া থানা, সিপাহীজলা জেলা বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার পর উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং উদ্ধার হওয়া মাদক কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে আগরতলা জিআরপিএস।

বিশ্রামগঞ্জে দুই ঠিকাদারের ওপর

● **আটের পাতার পর** হবে। মামলায় অভিযুক্ত বাকি ব্যক্তিদেরও গ্রেফতারের জন্য পুলিশ তৎপর রয়েছে বলে তিনি জানান।

ওসি আরও বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। বাকি অভিযুক্তদেরও আইনি প্রক্রিয়া মেনে গ্রেফতার করা হবে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিক্ষক দিবসে নবজাগরণ ক্লাবের উদ্যোগে গুণী শিক্ষকদের সংবর্ধনা

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রামনগর ৮ নম্বর এলাকার নবজাগরণ ক্লাবের উদ্যোগে গুণী ও কৃতী শিক্ষকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়াত সমরেন্দ্র নাগের স্মৃতিতে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়।

বুধবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বর্তমানে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব, রামনগর মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য, নবজাগরণ ক্লাবের কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, শিক্ষক শুধুমাত্র একটি পেশার নাম নয়, তাঁরা সমাজের আলোর পথপ্রদর্শক। একজন শিক্ষক তাঁর জ্ঞান, আদর্শ ও মূল্যবোধের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে শুধু শিক্ষিতই করেন না, ভালো মানুষ হিসেবেও গড়ে তোলেন।

তিনি বলেন, জীবনের পথে একজন মানুষ যতই এগিয়ে যান না কেন, তাঁর সাফল্যের পেছনে কোনো না কোনো শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে। জীবনের প্রথম অক্ষর শেখা থেকে শুরু করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো পর্যন্ত শিক্ষকরাই বিভিন্ন সময়ে তাঁদের শিষ্যদের সঠিক পথ দেখান।

মেয়র আরও বলেন, গুণী শিক্ষকদের সংবর্ধনা শুধুমাত্র কয়েকজন শিক্ষককে সম্মান জানানো নয়, এর মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে।

নবজাগরণ ক্লাবের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপস্থিত অতিথিরা। শিক্ষক সমাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ক্লাবের ভূমিকারও প্রশংসা করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়।

এমবিবি কলেজের ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: বুধবার যথাযথ মর্যাদায় পালিত হলো মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ (এমবিবি কলেজ)-এর ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলেজ চত্বরে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে মহারাজা বীরবিক্রমের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমবিবি কলেজের অধ্যক্ষ ড. অর্জুন গোপ, কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তথা এমবিবি কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. ভোলানাথ সাহা, অধ্যাপিকা চন্দ্রিকা বসু মজুমদার-সহ কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি দিনটিকে আরও আনন্দমুখর করে তুলতে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে।

উৎসবমুখর পরিবেশে কলেজের ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়।

রাজ্যভিত্তিক থাং-তা প্রতিযোগিতা ঘিরে প্রস্তুতি সভা

কৈলাসহর, ৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্যভিত্তিক থাং-তা প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে বুধবার কৈলাসহরে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঊনকোটি জেলার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন প্রস্তুতি ও আয়োজন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাসহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান বিনয় সিনহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রোগ্রাম অফিসার অভিজিৎ চৌধুরী-সহ জেলার বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা।দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, থাং-তা মূলত মণিপুরের একটি জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট বা ক্রীড়াশৈলী। রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার আটটি জেলা অংশগ্রহণ করবে। অনূর্ধ ১৭ বছর বয়সি ছেলে ও মেয়েরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতাকে সফল করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

সরকারি অফিস নির্মাণের

● **আটের পাতার পর** ২০০-তে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাগানে যে পরিমাণ চা গাছ রয়েছে, তার ওপরই অবশিষ্ট শ্রমিকদের জীবিকা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই অবস্থায় নির্বিচারে চা গাছ কেটে ফেলা হলে আগামী দিনে শ্রমিকদের জীবিকা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। শ্রমিকদের বক্তব্য, সরকারি কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাগানের জমি ব্যবহারের প্রয়োজন হলে প্রথমে সমবায় সমিতি, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে খোয়াই মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চা গাছ কাটা এবং জমি পরিষ্কারের কাজ বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। চা বাগানের জমিতে সরকারি অফিস নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধলাবিল চা বাগান এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে।

টমটম চালককে মারধরের অভিযোগ

● **আটের পাতার পর** প্রকাশ্য রাস্তায় টমটম চালককে মারধরের অভিযোগের ঘটনায় পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয়রা।

মানুষের সম্মিলিত

● **প্রথম পাতার পর** শিবিরের সঙ্গে যুক্ত সকলকে তিনি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

এরপর মন্ত্রী রোটারি ক্লাব অব অ্যাস্পায়ারিং আগরতলা শাখার উদ্যোগে মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি চক্ষু শিবিরে অংশ নেন। শিবিরে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী উপকারভোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে চশমা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়।

এই উদ্যোগকে প্রশংসনীয় মানবিক প্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করে রতন লাল নাথ বলেন, এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। বিশেষ করে যাঁরা নানা কারণে সহজে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের জন্য এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চক্ষু শিবির আয়োজনের জন্য রোটারি ক্লাব অব অ্যাসপায়ারিং আগরতলা শাখার কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মন্ত্রী। একইসঙ্গে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তাঁদের ধারাবাহিক ভূমিকার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, রক্তদান, চক্ষু চিকিৎসা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ একটি সুস্থ, সহানুভূতিশীল ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিজেপি ও মথার জনভিত্তি

● **প্রথম পাতার পর** *করা এবং পরবর্তীতে বিজেপি সরকারের অংশ হয়ে যাওয়ার পর পাহাড়ের মানুষ তাঁর ভূমিকা বুঝে গিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।*

এডিসির গত পাঁচ বছরের কার্যকলাপ নিয়েও একাধিক অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেসের এই নেতা। তাঁর অভিযোগ, এডিসির জমি ও সম্পদ, উন্নয়নের বরাদ্দ, কর্মীদের বেতন-পেনশন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রেও প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। নির্বাচনের আগে অর্থের বিনিময়ে দেওয়া কিছু চাকরি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বলেও দাবি করা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে। তিপ্রা মথার সঙ্গে বিজেপির সাম্প্রতিক সমঝোতা প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তোলেন প্রবীর চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, কিছুদিন আগেও তিপ্রা মথার নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, জোট নয়, আগে সাংবিধানিক সমাধান বাস্তবায়ন করতে হবে। অথচ দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সমঝোতা হয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং ভূমির অধিকার-সহ বিভিন্ন বিষয় দুই দফায় এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের কথা জানানো হয়েছে। এই এক মাস কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কোন সাংবিধানিক ও আইনি প্রক্রিয়ায় তা বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে স্পষ্টতা নেই বলেও দাবি করেন তিনি। সরাসরি অর্থ বরাদ্দের দাবির ক্ষেত্রেও এখনও কোনও সরকারি আদেশনামা বা বৈধ নথি জনসমক্ষে আনা হয়নি বলে অভিযোগ করেন প্রবীর চক্রবর্তী। ৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ভিলেজ কাউন্সিল থেকে পুরসভা, পুর নিগম এবং ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বিরোধীদের শূন্য করার মতো কোনও ঘোষণা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি নির্বাচনের ফলাফল আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে জনগণের করের অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনের এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে স্পষ্ট করার দাবি জানানো হবে বলেও জানান তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, কল্যাণপুর, পূর্ব বিল, মুঙ্গিয়াকামী, টাকারজলা, হেজামারা, সিমনা, বরকাঠাল, মোহনভোগ, এসরাই, মাতাবাড়ি, সাতচাঁদ, পৈছড়া ও পয়াংবাড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৭০০ জন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বাধার কারণে মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। তবে ৪৬৬ জন কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবি দলের। চূড়ান্ত ফলাফল এখনও জানা যায়নি। সহযোগী শক্তি হিসেবে এসইউসিআই-এর প্রার্থীরাও হামলার শিকার হয়েছেন এবং কয়েকজন সমর্থক নির্দল প্রার্থী হিসেবেও মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়। কংগ্রেসের বক্তব্য, যেসব আসনে বিজেপি ও তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে বিরোধী প্রার্থী রয়েছেন, সেখানে ভোটাররা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বিজেপি-মথা বিরোধী প্রার্থীদের সমর্থন করবেন বলেই দল আশাবাদী। একইসঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদে কোনও স্বৈরাচারী শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন বীরজিৎ সিনহা। শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে এডিসি এলাকার মানুষকে নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানায় প্রদেশ কংগ্রেস।

এদিকে কমলপুরের সোনার মেয়ে পাপড়ি মালাকারের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায়ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মার্শাল আর্টে স্বর্ণপদকজয়ী পাপড়ি ২০২৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান। অভিযোগ, সেখানে একটি অপরাধচক্রের সদস্যরা তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিল। কলেজ ও হস্টেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর পরও যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি বলে অভিযোগ।

পরবর্তীতে কুরুচিকর ভিডিও ও অপপ্রচারের মাধ্যমে তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করা হয় বলেও দাবি করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর পাপড়ির আত্মহত্যার ঘটনাকে একটি সম্ভাবনাময় তরুণ জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি বলে উল্লেখ করে কংগ্রেস। দলের একটি প্রতিনিধি দল পাপড়ির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে এবং সরকারের কাছে ২০ লক্ষ টাকা প্রাথমিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

একইসঙ্গে মণিপুরে ৫৪ বছর বয়সি এক শিল্পী ও গিটারশিল্পীকে তাঁর বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীদের হামলায় হত্যার ঘটনায়ও তীব্র নিন্দা জানায় প্রদেশ কংগ্রেস। মণিপুরের দীর্ঘ অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে রাজধানীর বুকে এই ধরনের ঘটনা গভীর উদ্বেগের বলে মন্তব্য করেন দলের নেতারা। এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

৪৫ কোটি টাকার ইয়াবা

● **প্রথম পাতার পর** অভিযানে এমএন০৩টি০৯৮১ নম্বরের একটি টাটা ট্রাক এবং একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তি এবং উদ্ধার হওয়া মাদকসহ অন্যান্য সামগ্রী পরবর্তী তদন্ত ও আইনানুগ প্রক্রিয়ার জন্য কাস্টমস বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আসাম রাইফেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার রুখতে বিভিন্ন নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। এই অভিযান আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড় ধাক্কা বলে দাবি করা হয়েছে।

যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, অবৈধ মাদক সরবরাহের চেইন ভেঙে দেওয়া এবং মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রোগীর মৃত্যুকে

● **প্রথম পাতার পর** সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। চিকিৎসকরা রোগীদের পর্যাপ্তভাবে পরীক্ষা করছেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য এক রোগীর পরিজনও হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য চাইতে গিয়ে রোগীর পরিজনদের সঙ্গে অনেক সময় দুর্ব্যবহার ও অসম্মানজনক আচরণ করা হয়। এমনকি তাঁদের উদ্দেশে অপমানজনক মন্তব্য করারও অভিযোগ তোলেন তিনি।

ওষুধ ও ইঞ্জেকশন সময়মতো না পাওয়ার অভিযোগও করেন ওই মহিলা। নিজের ভাইয়ের চিকিৎসার প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, রাতে চিকিৎসক একটি ওষুধ লিখে দেওয়ার পর সেটি হাসপাতাল থেকে না পেয়ে বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। একটি ইঞ্জেকশনেরও পুরো ডোজ সময়মতো দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, গুরুতর অবস্থায় থাকা রোগী ও তাঁদের পরিবারকে চিকিৎসা ও ওষুধের জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হবে কি না।

রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এদিনের ঘটনায় ফের জিবি হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিলম্ব, ওষুধের প্রাপ্যতা এবং সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া নিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের অভিযোগ সামনে এসেছে।

তবে মৃত রোগীর চিকিৎসায় চিকিৎসকের গাফিলতি বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও নির্দিষ্ট অনিয়ম হয়েছে কি না, তা তদন্তের বিষয়।

স্ক্রুটিনিতে বাধা, মান্দাই ব্লকের

● **প্রথম পাতার পর** চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সকল প্রার্থীর সমান সুযোগ এবং স্ক্রুটিনি পর্বে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বামেরা।

ভিসি নির্বাচনের জন্য

● **প্রথম পাতার পর** সবশেষে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। এর মধ্য দিয়েই ত্রিপুরায় সংশোধিত এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

নতুন এই কর্মসূচির ফলে রাজ্যের ভোটার তালিকায় যোগ্য নাগরিকদের নাম অন্তর্ভুক্তি, ভুল তথ্য সংশোধন এবং অযোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 10-09-2026, 01:45

ক্রীড়াঙ্গন

লাল বাহাদুরকে হারিয়ে তালিকায় শীর্ষস্থান অটুট রাখল এগিয়ে চলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলতি ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে দর্শকদের আরো একটি জমজমাট ফুটবল ম্যাচ উপহার দিল মেলার মাঠের এগিয়ে চলো সংঘ। চলতি এই টুর্নামেন্টে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানে থেকে বুধবার পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এগিয়ে চলো নিজেদের চতুর্থ ম্যাচটি খেলতে নামে। এদিন নৈশকালের ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। এর আগে লাল বাহাদুর তিন ম্যাচে মাত্র সংগ্রহ করে চার পয়েন্ট। তাই পয়েন্টের তালিকায় কিছুটা উপরের দিকে ওঠার লক্ষ্যে ম্যাচটি লালবাহাদুর এর কাছে ছিল অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে এগিয়ে চলো পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানটি ধরে রাখার লক্ষ্যেই ময়দানে নামে। কিন্তু নির্ধারিত সময় লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো এগিয়ে চলো। এস এন মেথির জোড়া গোলে ২-১ গোলের ব্যবধানে লাল বাহাদুর কে হারিয়ে এগিয়ে চলো পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থানটি ধরে রাখতে সক্ষম হল। তবে এদিন প্রথমারদের খেলা ছিল বেশ জমজমাট। উভয় দল প্রথম অর্ধে গোল করার মত বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কোন দলের পক্ষেই সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবেই। বিরতির পর দ্বিতীয়ারদের খেলা শুরু হলে প্রথম থেকেই উভয় দল এগিয়ে যাওয়ার জন্য আক্রমণাত্মক লড়াই শুরু করে। প্রতি আক্রমণের এই লড়াইয়ের ৬০ মিনিটের মাথায় এস এন মেথি প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় এগিয়ে চলো কে। মেথির দেওয়া গোলটি পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষ লালবাহাদুরের ফুটবলাররা পাল্টা আক্রমণ আনলেও, তাদের যাবতীয় আক্রমণকে প্রতিহত করেই ৭২ মিনিটের মাথায় মেথি আরও একটি গোল করে দারুণ ভাবেই এগিয়ে দেয় এগিয়ে চলোকে। অবশেষে ম্যাচের ৭৭ মিনিটের মাথায় লালা ওমা সাংগা লালবাহাদুর এর পক্ষে প্রথম গোল করে ব্যবধান কিছুটা কমিয়ে আনে। এই অবস্থায় অবশিষ্ট সময়ে লাল বাহাদুর ম্যাচ সমতায় আনার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালায়, ঠিক তেমনি এগিয়ে চলো জয় নিশ্চিত করার জন্য নতুন গোলের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠে। কিন্তু বাকি সময়ে কোন দলের পক্ষেই নতুন করে আর কোন গোল করা সম্ভব হয়নি। ফলে দুইদলের নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে লাল বাহাদুরকে ২-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়ে পয়েন্টের তালিকায় নিজেদের শীর্ষস্থানটি ধরে রাখতে সক্ষম হল। উভয় দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস।

টাউনকে হারিয়ে লীগ ফুটবলে তৃতীয় জয় পেল কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। আরও একটি দুর্দান্ত জয় কল্যাণ সমিতির। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামে কল্যাণ সমিতি। তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট হাতে নিয়ে এদিন প্রতিপক্ষ টাউন ক্লাবের মুখোমুখি হয় দল। টাউন এর আগে তিন ম্যাচে মাত্র চার পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় খানিকটা নিচের দিকে। এই অবস্থায় দুইদলের কাছে ম্যাচটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এমন একটি ম্যাচে বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উভয় দল নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ খেলতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো কল্যাণ সমিতি।এদিন কল্যাণ সমিতি ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ টাউন ক্লাবকে। প্রথমার্ধে জয়ী দল ১-০ গোলে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের দুর্বলতার সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে আরো দুটি গোল করে জয় পরাজয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়। তবে উভয় দলের লড়াইটা ছিল এদিন বেশ জমজমাট। শুরু থেকেই উভয় দলের ফুটবলাররা এগিয়ে থাকার জন্য একে অপরের প্রতি আক্রমণ আনার চেষ্টা করে। তাতে গোল করার মত সুযোগও তৈরি হয় বেশ কয়েকবার। কিন্তু একের পর এক সুযোগ নষ্ট করতে থাকে উভয় দলের ফুটবলাররা। অবশেষে ম্যাচের ৪৫ মিনিটের মাথায় মহম্মদ আসিফ হোসেন ম্যাচের প্রথম গোলটি করে এগিয়ে দেয় কল্যাণ সমিতিকে।ফলে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধের খেলা শেষ করে কল্যাণ সমিতি। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে প্রথম গোল ধরে রেখে দ্বিতীয় গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা। আর তাদের এই মরিয়া প্রয়াসের ফলে ম্যাচের ৫২ মিনিটে আফদল বারিক উদ্দিন কল্যাণ সমিতির পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করে জয়ের পথকে যেন অনেকটাই কার্যত সুগম করে দেয়। এমন অবস্থায় ব্যবধান কমানোর জন্য টাউন ক্লাবের ফুটবলাররা অনেকটা মরিয়া চেষ্টা চালালেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ। তাদের দুর্বলতার সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়েই নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট আগে কল্যাণ সমিতির মনিষ সিং একটি গোল করে ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দেয়।ফলে ৩-০ গোলের ব্যবধানে টাউন ক্লাব কে হারিয়ে কল্যাণ সমিতি চলতি এই টুর্নামেন্টে তৃতীয় জয়টি ছিনিয়ে নিয়ে মোট ৯ পয়েন্টে তালিকায় অনেকটা উপরে স্থানে উঠে গেল।উভয় দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা।

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে বোলারদের দাপট সংহতিকে থামিয়ে জেসিসি এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম দিনেই শক্ত অবস্থানে রয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনিবার্য কারণে সকাল ১১টায় ম্যাচ শুরু হলেও পরবর্তীতে বৃষ্টির কারণে খেলার স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়। তিন দিনব্যাপী এই ম্যাচের প্রথম দিনে আবহাওয়ার বৈরী আচরণের দরুন শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩২ ওভার খেলা সম্ভব হয়েছে। টসে জিতে সংহতি ক্লাবকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রন জানানো হলে জয়নগরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তারা সুবিধা করতে পারেনি। সংহতি ক্লাবের ব্যাটারদের ব্যর্থতায় মাত্র ২৯.৩ ওভারে ৭৬ রানেই অলআউট হয়ে যায় পুরো দল। জয়নগরের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত ও বিধ্বংসী বোলিং উপহার দেন ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ (৭-৫-৭-২), সানি সিং (১০-৩-২৩-২), নীতিশ কুমার সাহানি (১-০-২-২) এবং ভিকি সাহা (৬-১-২১-১)। সংহতির হয়ে রিমন সাহা একাই ২৪ বলে ৪৬ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।১০ উইকেট হাতে রেখে ৬৭ রানে পিছিয়ে জয়নগর, চালকের আসনে ঋতুরাজ ও অর্কপ্রভ সংহতি ক্লাবের ৭৬ রানের জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে সতর্ক সূচনা করেছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ১.৪ ওভার ব্যাট করে কোনো উইকেট না হারিয়ে তারা তুলে নিয়েছে ৯ রান। দলের দুই অপরাজিত ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায় ও অর্কপ্রভ সিনহা দুজনেই ৫ বল খেলে ৪ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন। সংহতি ক্লাবের পক্ষে অনিরুদ্ধ দাস ১ ওভারে ৪ রান এবং তুহিন দেবনাথ ০.৪ ওভারে ৪ রান দিলেও জয়নগরের উদ্বোধনী জুটি ভাঙতে ব্যর্থ হন। প্রথম দিনের খেলা শেষে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এখনো সংহতি ক্লাবের চেয়ে ৬৭ রানে পিছিয়ে থাকলেও হাতে রয়েছে পুরো ১০টি উইকেট। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে দ্বিতীয় দিনে একটি বড় স্কোর দাঁড় করিয়ে বড় লিড নেওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নামবে জয়নগরের ব্যাটাররা।

ঘরের মাঠেই ধাক্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে নেই শ্রেয়স

মুম্বই: চলতি মাসেই এশিয়ান গেমসের আসর বসবে জাপানের মাটিতে। সেই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ক্রিকেট দলও অংশ নেবে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে মাঠে নেমে পড়বে ভারতীয় দল। এরপর ১ অক্টোবর সেমিফাইনাল ও ৩ অক্টোবর জাপানের আইচি-নাগোয়ায় পদক নির্ধারণী ম্যাচগুলো (ফাইনাল ও ব্রোঞ্জ পদকের লড়াই) অনুষ্ঠিত হবে। আবার ৩ অক্টোবরই ভারতীয় দল নিউ চণ্ডীগড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচটি আয়োজিত হবে। ভারত যদি এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পৌঁছায়, তবে একই দিনে দুটি ভিন্ন দেশে দুটি আলাদা ভারতীয় ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। উল্লেখ্য, এশিয়ান গেমসের সমস্ত ক্রিকেট ম্যাচ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হবে। ওয়ান ডে ও টি-টোয়েন্টি দুটো দলেই আছেন শ্রেয়স। ২০২৬ এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে সময়সূচি আগেই ঘোষিত হয়ে গিয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বরের আগেই জাপানে পৌঁছে যাবে ভারত। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে ভারত একটি প্রস্তুতিমূলক আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচে জাপানের মুখোমুখি হবে। সেই মাচে সহ অধিনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে হয়ত তিলক বর্মাকে। বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মালহাস বারবার বলে দিয়েছেন যে ভারতীয় দল পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে এশিয়ান গেমসে। এবার ভারত যদি ফাইনাল খেলে, তাহলে শ্রেয়স আইয়ারের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে দলের জন্য। সেক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হয়ত সিরিজে অনুপস্থিত থাকবেন মুম্বই বাটার। ভারতীয় দল এবার সোনা জেতার অনতম দাবিদার। একনজরে এশিয়ান গেমসের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দল: শ্রেয়স আইয়ার, তিলক বর্মা, অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, সঞ্জু স্যামসন, ইশান কিষাণ, শিবম দুবে, নীতিশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিংহ জাপানের মাটিতে প্রথমবার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলতে চলেছে প্রথমবার ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই প্রথমবার জাপান ভারতের মত কোনও শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। এশিয়ান গেমসে আগেরবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় দলই। এবারও তাঁরাই সোনা জয়ের অনতম দাবিদার।এশিয়ান গেমস খেলতে কিছু দিন পরেই জাপানের উদ্দেশে রওনা দেবে ভারতীয় দল। কিন্তু সে দেশে গিয়ে কোনও বিলাসবহুল হোটেলে থাকা হবে না ক্রিকেটারদের। ভারতীয় বোর্ড সাফ জানিয়েছে, নাগোয়ায় দলের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সন্তোষজনক। বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, নাগোয়ায় যথেষ্ট সংখ্যক ভাল হোটেল পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে একটা চিন্তা তৈরি হয়েছিল। তবে বিষয়টি এখন মিটেছে। দূরবর্তী টোকিয়ো বা ওসাকায় থাকার বদলে দল থাকবে নাগোয়ার হোটেলেই। শুক্ল বলেছেন, ‘‘ওরা (আয়োজক) যা দিচ্ছে আমরা সেটাই মেনে নিয়ে ওখানে থাকছি। ক্রিকেটারেরা যাতে স্বস্তিতে থাকে সে রকম ঘর দেওয়া হচ্ছে কি না সেটা আমরা নজর রাখছি। নিঃসন্দেহে বিলাসবহুল পরিষেবা পাওয়া যাবে না। তবে থাকার জায়গা ভালই।’’ সহ-সভাপতি জানিয়েছেন, ক্রিকেটারেরা যে হোটেলে থাকবেন সেখানকার ছবি এবং ভিডিয়ো দেখেছেন কর্তারা। তাঁরা আশাবাদী যে ক্রিকেটারদের কোনও অসুবিধা হবে না। সকলকে টোকিয়ো বা ওসাকার মতো বড় শহরে রাখার পরিকল্পনা হয়েছিল। দূরত্বের কথা ভেবেই পিছিয়ে আসতে হয়। শুক্ল বলেছেন, ‘‘যে হোটেলে ক্রিকেটারেরা থাকবে সেখানকার ছবি এবং ভিডিয়ো আমরা দেখেছি। কোনও সমস্যা নেই। ওরা ওখানেই থাকবে। না হলে ওসাকা বা টোকিয়োয় থাকতে হবে। সেটা অনেক দূরে।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘নাগোয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে হোটেল নেই। আর টোকিয়ো বুলেট ট্রেনেও দেড় ঘণ্টা দূরে। ওসাকাও তাই। কিন্তু এশিয়াডে সব প্রতিযোগীই পরিবারের মতো। তাই কেউ টোকিয়োয় থাকবে, কেউ ওসাকায় থাকবে সেটা ভাল দেখায় না।’’ শুক্লের আশ্বাস, ক্রিকেটারেরা সকলেই আলাদা ঘর পাবেন। কাউকে ভাগ করে থাকতে হবে না।

টি আই টি মাঠে বৃষ্টির বাধা দিনের শেষে স্ফুলিঙ্গের ১৮৫/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ও ব্লাড মাউথ ক্লাব। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি শুরু হলেও প্রথম দিনে বৃষ্টির কারণে খেলা বিঘ্নিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই ম্যাচের প্রথম দিনে আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত মাত্র ৫৮ ওভারের খেলা সম্ভব হয়েছে। টসে জিতে বা ম্যাচ পরিস্থিতির শুরুতেই প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে দিনের খেলা শেষে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৬ উইকেটে ১৮৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের উদ্বোধনী ও মাঝের সারির ব্যাটাররা ধীরগতির সূচনা করেন। দলের হয়ে দেবাংশু দত্ত ৪৫ বলে ২৪ রান এবং পল্লব দাস ১১৯ বল খেলে ৪৭ রান যোগ করেন। এরপর রানের গতি বাড়ান অধিনায়ক অরিন্দম বর্মন, যিনি মাত্র ৪৯ বলে ৬টি চার ও ৬টি ছক্কার সাহায্যে ৬৬ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে উপযুক্ত সঙ্গ দিয়ে ৫১ বলে ১৯ রান করে উইকেটে টিকে আছেন সৌরভ দাস। অন্যদিকে ব্লাড মাউথ ক্লাবের হয়ে দুরন্ত বোলিংয়ের পরিচয় দেন অমিত আলী, যিনি ২৯ রানে ৩টি উইকেট তুলে নেন। এছাড়া বালকেশ যাদব, অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং ও সাহিল সুলতান প্রত্যেকে ১টি করে উইকেট পান।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সদর দল জয়ী কমলপুর ও ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। টানা তৃতীয় জয় পেয়েছে সদর। জয়ের হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়েই সদর মহকুমা দল সিনিয়র মহিলাদের রাজ্য ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। আজ তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সদর মহকুমা দল বৃষ্টি বিঘ্নিত হয়েছে ১৪২ রানের ব্যবধানে জিরানিয়াকে পরাজিত করেছে। এদিকে বিলোনিয়ায় গ্রুপ বি এর নিয়ম রক্ষার ম্যাচে কমলপুর ৪৫ রানের ব্যবধানে আমবাসা কে পরাজিত করেছে। একইভাবে উদয়পুরে জামজুরি গ্রাউন্ডে ধর্মনগর ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে কৈলাশহরকে পরাজিত করে গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে একমাত্র জয়ের স্বাদ নিয়ে এবারের মত টুর্নামেন্ট শেষ করেছে।

সুপার ফোর : ১৭০ রানে লিড নিয়ে চালকের আসনে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। এ ডিভিশন সুপার ফোর লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে দুর্দান্ত সূচনা করল কসমোপলিটন ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে আজ সকাল ৯টায় শুরু হওয়া দুই দিবসীয় ম্যাচের প্রথম দিনেই দুই দলের মোট ১৮টি উইকেটের পতন ঘটে। সুযোগ পেয়ে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে কসমোপলিটনের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ইউনাইটেড বিএসটি-র ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ২৫.৫ ওভারে ৫৫ রানেই অলআউট হয়ে যায় তারা। দলের পক্ষে সন্তোষ গোস্বামী সর্বোচ্চ ২৪ রান (৩১ বল, ১ চার, ২ ছক্কা) করেন। কসমোপলিটনের অধিনায়ক শংকর পাল ৭.৫ ওভার বল করে ২৬ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেন। এছাড়া অর্কজিৎ রায় ১২ রানে ৩টি এবং অমরেশ দাস ১১ রানে ২টি উইকেট শিকার করে প্রতিপক্ষকে অল্প রানেই গুটিয়ে দিতে মূল ভূমিকা পালন করেন। ১৭০ রানের লিড কসমোপলিটনের: জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে দিনশেষে ৫৩.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৫ রান সংগ্রহ করেছে কসমোপলিটন ক্লাব। প্রথম দিনেই তারা ১৭০ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড নিশ্চিত করে শক্ত অবস্থানে পৌঁছে গেছে। দলের হয়ে দুর্দান্ত অপরাজিত শতক হাঁকান লক্ষ্য কুমার; তিনি ১৩১ বলে ১৩টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১০১ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন। তাঁকে সঙ্গ দিয়ে দিনশেষে ১৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন অমরেশ দাস। এছাড়া তন্ময় দাস ২২ ও রিয়াজউদ্দিন ১৯ রান করেন। ইউনাইটেড বিএসটি-র অধিনায়ক অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব ১৯ ওভারে ৫৫ রান খরচ করে ৫টি উইকেট নিলেও দলকে ব্যাকফুটে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেননি। বিকাশের ঝুলিতে যায় ২টি উইকেট।

এ-ডিভিশন সুপার : ১৩ রানের লিড নিয়ে সুবিধাজনক স্থানে চলমান সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে এ ডিভিশন সুপার ফোর লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দুই দিবসীয় রোমাঞ্চকর ম্যাচে প্রথম দিনেই ব্যাটারদের ওপর আধিপত্য দেখালেন বোলাররা। আজ সকাল ৯টায় শুরু হওয়া খেলায় প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে মাত্র ১২২ রানেই গুটিয়ে যায় ওপিসির প্রথম ইনিংস (৩৭.৫ ওভার)। দলের পক্ষে নবারুণ চক্রবর্তী ৭৩ বলে সর্বোচ্চ ৩৯ রান এবং সাহিন জামান চৌধুরী ৬৩ বলে ২৭ রান করেন। তবে চলমান সংঘের বোলারদের তোপের সামনে বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ হন বাকি ব্যাটাররা। চলমান সংঘের হয়ে দুর্দান্ত বোলিং উপহার দিয়ে সুরজ কুমার ৬৪ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেন। এছাড়া অভিক পাল ১২ রানে ২ উইকেট এবং রাকেশ রুদ্র পাল ১৮ রান দিয়ে ১টি উইকেট দখল করেন। জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিন শেষে ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে চলমান সংঘ। ফলে প্রথম ইনিংসে ইতিমধ্যেই ১৩ রানের লিড নিয়ে এগিয়ে গেছে দলটি। দলের হয়ে ওপেনিংয়ে দায়িত্বশীল ফিফটি হাঁকিয়ে ৯২ বলে ৫১ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন অভিক পাল। তাকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে ৫১ বলে ৩৬ রান করেন সিদ্ধার্থ দেবনাথ। দিন শেষে দেবোত্তম ঘোষ ৬ এবং রাকেশ রুদ্র পাল ১ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ওপিসির হয়ে বল হাতে প্রতিপক্ষকে দারুণ চেপে ধরেন পৌরুষ মিশ্র ও দীপেন বিশ্বাস; পৌরুষ ২৪ রান দিয়ে ৪টি এবং দীপেন ১৪ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করেন। প্রথম দিনেই মোট ১৮টি উইকেটের পতন ঘটায় ম্যাচের দ্বিতীয় দিন দু'দলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বৃষ্টিবিঘ্নিত নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জয়ী বিলোনিয়া, ৩ রানে হারলো সাব্রুম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এক বৃষ্টিবিঘ্নিত "এ" গ্রুপের নিয়ম রক্ষার ম্যাচে তিন রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল বিলোনিয়া। শান্তির বাজারের বাইখোড়া স্কুল মাঠে সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া ম্যাচটিতে মুখোমুখি হয়েছিল পয়েন্ট তালিকার নিচের দিকে থাকা দুই দলবিলোনিয়া ও সাব্রুম। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া ৪৫.২ ওভারে ১৪৫ রান তুলে সবকটি উইকেট হারায়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের অবদান রাখেন রিয়া মিত্র (২৮) ও পারমিতা মজুমদার (২৭)। সাব্রুমের পক্ষে বোলিংয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করে ঋদ্ধি নমঃ ২৪ রানে ৪টি এবং যমুনা ত্রিপুরা ২৮ রানে ২টি উইকেট শিকার করেন। ১৪৬ রানের জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামা সাব্রুমের ইনিংসের মাঝপথেই বৃষ্টির কারণে খেলা থমকে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে ম্যাচ আম্পায়াররা ডিএলএস পদ্ধতিতে খেলার দৈর্ঘ্য কমিয়ে ১৬ ওভারে নিয়ে আসেন এবং জয়ের জন্য নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪৮ রান। পুনর্বিন্যাস করা লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামলেও নির্ধারিত ওভারে জয়ের দোড়গোড়ায় এসে থেমে যায় দুর্বলতর দল সাব্রুমের দৌড়। ষোল ওভারে বিনা উইকেটে ৪৪ রান। ফলে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৩ রানে ম্যাচটি জিতে চলতি গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে নিজেদের প্রথম জয়ের মুখ দেখল বিলোনিয়া। অলরাউন্ড নৈপুণ্যের (২৭ রান ও ২টি উইকেট) স্বীকৃতিস্বরূপ ম্যাচ সেরার খেতাব লাভ করেন জয়ী দলের পারমিতা মজুমদার।

ইমরান খানকে নিয়ে এবার মুখ খুললেন ওয়াসিম আকরামও

এবার পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পাশে দাঁড়ালেন কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম। ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁর সাবেক সতীর্থ। দ্য অ্যাথলেটিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আকরাম বলেছেন, একজন বন্ধু ও মেন্টর হিসেবে ইমরানের বর্তমান পরিস্থিতিই তাঁকে বেশি ভাবাচ্ছে। ইমরান খান জেলে আছেন তিন বছরের বেশি সময় ধরে। তবে গত দুই সপ্তাহে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে ক্রিকেটবিশ্বে উদ্বেগ বেড়েছে। সম্প্রতি ২২ জন অধিনায়কের একটি দল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে খোলা চিঠি লিখে ইমরানের মৌলিক মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান অধিনায়কদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স প্রথম এই উদ্বেগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এর আগে চলতি সপ্তাহে ব্রায়ান লারাও ইমরান খানকে সুচিকিৎসা দেওয়ার আহ্বান জানান। পাকিস্তানের ভেতর থেকেও ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেছেন অনেকে। শুরুটা হয়েছিল জাভেদ মিয়াঁদাদের আবেগঘন এক সাক্ষাৎকার দিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি ইমরান খানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর পাকিস্তানের সাবেক দুই ক্রিকেটার মঈন খান ও রমিজ রাজাও একই সুরে কথা বলেন। আকরামও সেই তালিকায় যোগ দিয়েছেন। পাকিস্তানে বসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'তিনি আমার বন্ধু, আমি তাঁকে খুব মিস করি। তিন বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। রাজনৈতিকভাবে তাঁর সঙ্গে যা ঘটছে, তা খুবই দুঃখজনক। আদালত আদালতের মতো চলবে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে কোনো আপস করা যায় না।' ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের চলমান সিরিজের সম্প্রচারক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই স্পোর্টস লর্ডস টেস্টের প্রথম দিনের মধ্যাহ্নবিরতিতে ইমরান খানের দুই ছেলে সুলেইমান ও কাসিমের সাক্ষাৎকার প্রচার করে। সেখানে তাঁরা কারাগারে থাকা বাবার জীবন নিয়ে আশঙ্কার কথা জানান। ওই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গও টেনেছেন আকরাম, 'সাক্ষাৎকারের পর পাকিস্তানে এ নিয়ে কিছুটা হইচই হয়েছিল। পরে আমি পড়েছি, ইমরানের সঙ্গে কতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, কতগুলো ফোনকল হয়েছে পাকিস্তান সরকার সব সংখ্যাসহ তুলে ধরেছে। কিন্তু আপনি জানেন, এখন এসব বিশ্বাস করা কঠিন। এই মুহূর্তে কী বিশ্বাস করব, সেটাও বোঝা কঠিন। অবসর নেওয়ার পরও আমি আর তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। আমি তাঁর কাছে যেতাম, তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতাম। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলা মিস করি। রাজনীতির কথা বাদ দিন, একজন বন্ধু হিসেবে আমি তাঁকে মিস করি।' আকরাম আরও বলেছেন, 'ইমরানের জন্য পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য ইংল্যান্ড ও অন্যান্য জায়গায় আন্দোলন চলছে। কিন্তু এখানে, পাকিস্তানে? আমি নিশ্চিত নই। আমি একজন মানুষ হিসেবে তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমি কথাগুলো বলছি হৃদয় থেকে। তিনি দোষী সাব্যস্ত হোন বা না হোন। জেলে থাকুন বা না থাকুন। আমাদের তাঁর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতে হবে। কী ঘটছে, আমরা জানি না। সরকার বলছে, তাঁর স্বাস্থ্য নাকি ভালো। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন। আমি তাঁকে খুব মিস করি।'

জাগরণ 10 September, 2026, Thursday ■ আগরতলা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং, ■ ২৩ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

উদয়পুরের রাজারবাগে গড়ে উঠছে আধুনিক বাসপোর্ট ঃ সুশান্ত

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। মেলাঘর, গন্ডাছড়াইসা, জিরানীয়া, জোলাইবাড়ি, মনুঘাট এবং শান্তিরবাজারে মোটরস্ট্যান্ড গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া কৈলাসহর, তেলিয়ামুড়া, বিশ্রামগঞ্জে জেলা পরিবহণ কার্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। উদয়পুরের রাজারবাগে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক বাস পোর্ট। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত পরিবহণ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই তথ্য জানান। বৈঠকে দপ্তরের কাজকর্ম পর্যালোচনা করা হয়।

পরিবহণমন্ত্রী বৈঠকে জানান, সিধাই মোহনপুর, বীরচন্দ্রমনু, যতনবাড়ি এবং বিশালগড়ে নতুন করে সর্বসুবিধাযুক্ত মোটরস্ট্যান্ড গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য পরিবহণ ক্ষেত্রের দ্রুত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে যাত্রী সাধারণ এবং এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা। খুব সহজেই যাতে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

সভায় পরিবহণ কমিশনার সুব্রত চৌধুরী পরিবহণ দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে পরিবহণমন্ত্রীকে অবহিত করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অনুপ কুমার দাস, জলসম্পদ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার সুধন দেববর্মা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা এবং পরিবহণ দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

ট্রাকের ধাক্কায় স্কুটি চালক আহত, চালক পলাতক

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক স্কুটি চালক। দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মলয়নগর রবিপাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, ৩৮ বছর বয়সি অভিদাস নামে এক ব্যক্তি স্কুটি নিয়ে রবিপাড়া এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ট্রাকের ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। একই ঘটনায় একটি পালসার বাইকও ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আহত স্কুটি চালককে উদ্ধার করে অটোরিকশাযোগে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শ্রীনগর থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় ব্যবহৃত ট্রাকটির নম্বর টিআর০১এক্স১৭৪১। স্কুটির নম্বর টিআর০৩কে৮০৭৭ এবং অন্য একটি গাড়ির নম্বর টিআর০১বি৯৬৫৯ বলে জানা গেছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের সন্ধানে তৎপর হয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শ্রীনগর থানার পুলিশ।

মনোনয়ন প্রত্যাহারের চাপের অভিযোগে ক্ষোভ, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

বিশালগড়, ৯ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চড়িলাম ব্লকের ধারিয়াতল ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। তিপ্রা মথার প্রার্থী ভজনলাল দেববর্মাকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছেএমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসীর একাংশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধারিয়াতল ভিলেজ কমিটির ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পুরুষ সদস্য পদে তিপ্রা মথার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন এলাকার শিক্ষিত যুবক ভজনলাল দেববর্মা। এই ওয়ার্ডে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা। মহিলা সদস্য পদে তিপ্রা মথার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন শুভারানি দেববর্মা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে জোট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভজনলাল দেববর্মাকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ।

অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে বুধবার রাতে স্থানীয়রা একত্রিত হয়ে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তাঁদের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ভজনলাল দেববর্মাকে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা হলে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৯২ জন ভোটার ভোট বয়কট করবেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের একাংশ তিপ্রা মথার বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা এবং এমডিসি বুদ্ধকুমার দেববর্মার ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে সত্যিই কোনও চাপ দেওয়া হয়েছে কি না, তা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

এদিকে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হওয়া এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর হুঁশিয়ারির পর শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে।

চোরাই সামগ্রী ও বিপুল পরিমাণ বিলিতি মদ উদ্ধার, আটক এক

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রীর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বিলিতি মদ উদ্ধার করল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে চোরাই বলে সন্দেহ করা বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে এসির পাইপ, কারেন্টের তারসহ বিভিন্ন সামগ্রী।

তবে চোরাই সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিলিতি মদও পুলিশের হাতে আসে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদের বেশ কয়েকটি কার্টুন উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ও মদের উৎস কোথায়, এগুলি কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ।

আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরায় ক্রাইম কনফারেন্স

বিলোনিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর: আসন্ন টিটিএএডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে বুধবার বেলোনিয়ায় জেলা ক্রাইম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণ সি, আইপিএস-এর সভাপতিত্বে এসপি অফিসের কনফারেন্স হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে জেলার সাম্প্রতিক অপরাধের প্রবণতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মোট ৭০টি ভিলেজ কমিটি, ৩০৬টি নির্বাচনী ক্ষেত্র এবং ৫৩৮টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এর জন্য ১৭৭টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। রাজ্যজুড়ে মোট ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটি, ২,৬৩৪টি নির্বাচনী ক্ষেত্র এবং ৪,৫৯৭টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে মোট ভোটার ৯,৬১,৯৭৭ জন। ভোটগ্রহণ হবে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আগামী ৫ অক্টোবর ভোটগণনা হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে পুলিশ সুপার জানান, জেলার প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এবং জেলা পুলিশের পর্যাপ্ত সংখ্যক জওয়ান মোতায়েন করা হবে। নির্বাচন উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রায় ১২০০ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে হাইপার-ক্রিটিক্যাল, সেনসিটিভ এবং নর্মালএই তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি ব্লক স্তরের স্ট্রংরুমগুলিতে সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েনের পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হবে।

নির্বাচনের আগে জেলার বিভিন্ন এলাকায় এরিয়া ডমিনেশন অভিযান, মোবাইল পেট্রোলিং এবং নাকা চেকিং আরও জোরদার করা হবে। আন্তঃজেলা ও সীমান্তবর্তী এলাকাতেও বিশেষ নজরদারি চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সম্ভাব্য গোলমাল সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবৈধ অস্ত্র, মাদক, মদ এবং হিসাববহির্ভূত নগদ অর্থের চলাচল রুখতেও বিশেষ তল্লাশি চালানো হবে।

জেলার সমস্ত এসডিপিও এবং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন পুলিশ সুপার। পাশাপাশি নিজ নিজ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কোনও ধরনের আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী ঘটনা বা নির্বাচনী পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয় নজরে এলে সাধারণ মানুষকে জেলা পুলিশ কন্টোল রুমের ৭৬২৮০০৭০৭৯ নম্বরে অথবা ১১২-এ ফোন করে জানানোর আবেদন জানানো হয়েছে। এদিনের ক্রাইম কনফারেন্সে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও, বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং পুলিশ সদর দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সাত দফা দাবিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে স্মারকলিপি ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া নিয়ে সাত দফা দাবি জানিয়ে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল দপ্তরে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানায়।

স্মারকলিপিতে সাংবাদিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, নিয়মিত বেতনক্রম চালু, সাংবাদিকদের পেনশন ১০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ হাজার টাকা করা, ইপিএফ ও ইএসআই পরিষেবা চালু, সাংবাদিকদের আবাসন প্রকল্পের আওতায় আনা এবং ৮.৩৩ শতাংশ হারে পূজা বোনাস প্রদানের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি কর্মরত সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়েও দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের একটি বড় অংশ নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের যথাযথ নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। নিয়মিত বেতনক্রমের নিশ্চয়তাও থাকে না। পাশাপাশি অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রেও নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ সংগঠনের। এর ফলে সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করা হয়।

এদিন সাংবাদিকদের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার বিষয় নিয়ে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে আলোচনা করেন সংগঠনের নেতৃত্ব। সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়, সাংবাদিকদের স্বার্থে উত্থাপিত সাত দফা দাবি সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ বলেন, সাংবাদিকরা প্রতিদিন নানা ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের নিয়োগপত্র, নির্দিষ্ট বেতনক্রম এবং পেশাগত স্বীকৃতির মতো মৌলিক বিষয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সাংবাদিকদের নিয়োগপত্র, বেতনক্রম, অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড এবং পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন আগামী দিনেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের দাবি তুলে ধরবে। সাংবাদিকদের স্বার্থে প্রশাসন ও সরকারের ইতিবাচক ভূমিকার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন তিনি।

এদিনের প্রতিনিধি দলে সংগঠনের সহ-সভাপতি অসিত বরণ ঘোষ ও প্রতাপ বণিক, সহ-সম্পাদক মেঘধন দেব, সদস্য সুভাষ ঘোষ, পশ্চিম জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল চৌধুরী, সম্পাদক গৌতম ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সেবক দেব-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্রামগঞ্জে দুই ঠিকাদারের ওপর হামলা, গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

বিশ্রামগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর: বিশ্রামগঞ্জ আরডি ডিভিশন অফিসের সামনে দুই ঠিকাদারের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় অবশেষে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ননজলা এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে তাদের আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ আগস্ট বিশ্রামগঞ্জ আরডি ডিভিশন অফিসের সামনে একদল যুবকের হামলার শিকার হন বিশালগড়ের ঠিকাদার প্লাবন সাহা এবং তাঁর সঙ্গী সাগর নাথ। হামলায় তাঁরা আহত হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। মামলাটির নম্বর ৩১/২০২৬। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বুধবার সকালে গোপন সূত্রে অভিযুক্তদের অবস্থান সম্পর্কে খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে ননজলা এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে সুরেন্দ্র রিয়ান এবং ফণী রায় দেববর্মাকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে গিয়ে লকআপে রাখা হয়।

বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা জানান, গ্রেফতার দুই অভিযুক্তকে বুধবারই বিশালগড় মহকুমা আদালতে পেশ করা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে তিপরা মথার বিজয় মিছিল

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি শেষে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিল করল তিপ্রা মথা। লেফুঙ্গা ব্লক এলাকায় এই বিজয় মিছিলে বাজি-পটকা ফাটিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতেন দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা।জানা গেছে, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া আজ সম্পন্ন হয়। লেফুঙ্গা ব্লকের অধীন ১০টি ভিলেজ কাউন্সিল থেকে মোট ৮০টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে এবং স্ক্রুটিনির পর সেগুলি গ্রহণ করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়।স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বাজি-পটকা ফাটিয়ে বিজয় উদযাপন করেন তিপ্রা মথার নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার লেফুঙ্গা ব্লক কমিটির সভাপতি দীপক দেববর্মা। এছাড়াও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ভিলেজ কাউন্সিলের সদস্য, স্থানীয় নেতা-কর্মী ও দলীয় সমর্থকরা মিছিলে অংশ নেন।বিজয় মিছিলকে ঘিরে এলাকায় দলীয় সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই জয় নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন টিটিএএডিসি-এর সিইম রুনিয়েল দেববর্মা। তিনি দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অভিনন্দন জানান এবং ভিলেজ কাউন্সিলের মাধ্যমে এলাকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এসএএসসিআই প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি বাড়ানোর নির্দেশ

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রের মূলধনী বিনিয়োগের জন্য রাজ্যগুলিকে বিশেষ সহায়তা (এসএএসসিআই) প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরায় গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। বুধবার রাজ্য সচিবালয়ে পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী-র সভাপতিত্বে এসএএসসিআই প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে পূর্ত, পরিবহণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, পর্যটন এবং জলসম্পদ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিশেষভাবে পরিবহণ দফতরের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এসএএসসিআই প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পভিত্তিক কাজের বর্তমান অবস্থা, ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়া কাজ এবং বাস্তবায়নের পথে থাকা বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেন আধিকারিকরা। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন এমন বিষয়গুলিও বৈঠকে তুলে ধরা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এড়াতে প্রক্রিয়াগত ও আন্তঃ দফতর সমন্বয়ের সমস্যা দ্রুত দূর করার উপর জোর দেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সংশ্লিষ্ট সব দফতরের মধ্যে আরও নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখার পাশাপাশি প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক অগ্রগতির জন্য পরিবহণ পরিকাঠামোর শক্তিশালীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো শুধু মানুষের যাতায়াত সহজ করবে না, বরং রাজ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও সহজে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এসএএসসিআই-এর অর্থায়ন ব্যবস্থাকে ত্রিপুরার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মূলধনী পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বৈঠকে প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়নের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়। কোন কোন প্রকল্প নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী এগোচ্ছে এবং কোথায় কোথায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা চিহ্নিত করা হয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়বদ্ধতা এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ সম্পন্ন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের এসএএসসিআই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যগুলিকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনী বিনিয়োগ বাড়াতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ত্রিপুরাতেও এই প্রকল্পের আওতায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী করতে এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

সুকান্ত পল্লীতে ছাত্রীর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই, গ্রেপ্তার আরও এক

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: ছাত্রীর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই নিয়ে ঘটনায় মোট দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৯ আগস্ট বিকেলে শান্তিকামী ক্লাব সংলগ্ন সুকান্ত পল্লী এলাকায় এক ছাত্রীর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের হলে তদন্তে নামে পুলিশ। মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই জয়নাল হোসেনের নেতৃত্বে তদন্ত চালিয়ে গৌতম দেব নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার তাকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ছিনতাইয়ের ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। গৌতম দেবকে গ্রেপ্তারের পর এই মামলায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দুই। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি এ ধরনের অপরাধের ঘটনায় পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বলে জানানো হয়েছে।

বৌদ্ধ মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে টাকা চুরি

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: বৌদ্ধ মন্দিরের প্রণামী বাক্সের তালা ভেঙে টাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে মন্দিরে এসে প্রণামী বাক্স ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান মন্দির কর্তৃপক্ষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জানা গেছে, উজান অভয়নগর এলাকার পূথিবা মন্দিরে এই চুরির ঘটনা ঘটে। বুধবার সকালে মন্দিরে এসে পূথিবা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার সিনহা দেখতে পান, প্রণামী বাক্সের তালা ভাঙা রয়েছে। পাশাপাশি মন্দিরের বিভিন্ন জায়গায় টাকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনার পর বিষয়টি জানিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ উজান অভয়নগর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূথিবা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার সিনহা অভিযোগ করেন, এলাকায় নিয়মিত পুলিশি টহল না থাকার সুযোগেই এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে। মন্দির ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি জানান তিনি। চুরির ঘটনায় মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

টমটম চালককে মারধরের অভিযোগ, থানায় মামলা

ধর্মনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: প্রকাশ্য রাস্তায় এক টমটম চালককে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধর্মনগরের অফিসটিলা এলাকায়। কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় শিবম গ্লাস হাউজের মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টমটম চালককে কেন্দ্র করে শিবম গ্লাস হাউজের মালিকের সঙ্গে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। অভিযোগ, এক পর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ওই টমটম চালককে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর আক্রান্ত টমটম চালক ধর্মনগর থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার সময় শিবম গ্লাস হাউজের এক কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ওই কর্মচারীও মারধরের ঘটনা স্বীকার করেছেন। যদিও এই দাবির সত্যতা এখনও পুলিশি তদন্তে যাচাই করা হয়নি।

এদিকে, ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্ত পক্ষের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি। ফলে অভিযোগের সত্যতা ও ঘটনার প্রকৃত কারণ পুলিশি তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি অফিস নির্মাণের জন্য চা গাছ কাটার অভিযোগ, চা বাগানে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: সরকারি অফিস নির্মাণের জন্য জমি পরিষ্কারের নামে বোল্ডোজার দিয়ে চা গাছ কেটে ফেলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ের ধলাবিল চা বাগানে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দেন চা শ্রমিকরা।

জানা গেছে, বুধবার ধলাবিল চা বাগানের একটি অংশে বোল্ডোজার দিয়ে চা গাছ কেটে জমি পরিষ্কারের কাজ চলছিল। কর্মরত শ্রমিকদের নজরে বিষয়টি আসতেই তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং কাজের কারণ জানতে চান। অভিযোগ, সেখানে উপস্থিত এক ঠিকাদার শ্রমিকদের জানান, ওই এলাকায় সরকারি অফিস নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানটি নির্বাচনের পরই জমি পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

ঠিকাদারের এই বক্তব্য সামনে আসার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। তাঁরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, চা বাগানের পরিচালনাকারী সমবায় সমিতিকে না জানিয়ে কীভাবে বাগানের চা গাছ কেটে জমি পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হলো।

শ্রমিকদের দাবি, ধলাবিল চা বাগান একটি চা শিল্প সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক রয়েছেন। অথচ তাঁদের সঙ্গে আগাম কোনো আলোচনা না করেই বাগানের জমিতে এই ধরনের কাজ শুরু করা হয়েছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের।

শ্রমিকদের আরও দাবি, একসময় এই চা বাগানের ওপর প্রায় এক হাজার শ্রমিকের পরিবার নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বাগানটি দীর্ঘদিনের দুরবস্থার কারণে শ্রমিকের সংখ্যা কমে প্রায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর ডিএনভি রোডে খাদ্য প্রতিষ্ঠান ও দোকানে খাদ্যের গুণমান ও সুরক্ষা যাচাইয়ে পরিদর্শন ও বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য বিক্রি বন্ধে আজ উত্তর জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকের নেতৃত্বে ধর্মনগরের ডিএনভি রোড এলাকায় এক বিশেষ পরিদর্শন অভিযান করা হয়। এই অভিযানে উক্ত এলাকার মোট আট টি খাদ্য প্রতিষ্ঠান ও দোকানে পরিদর্শন করা হয়। এর মধ্যে ছিল দুই টি হোটেল, দুইটি মিষ্টির দোকান, একটি ধাবা, দুইটি খুচরো মুদি দোকান, একটি স্ন্যাকসের দোকান। অভিযানের সময় এই খাদ্য প্রতিষ্ঠান ও দোকানগুলোতে পর্যবেক্ষণে বেশকিছু অসংগতি পাওয়া যায়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা রান্নাঘর এবং পোকা-মাকড়ের উপদ্রব, পিপড়ে আক্রান্ত অস্বাস্থ্যকর দই এবং মেয়াদউত্তীর্ণ প্যাকেট ইত্যাদি।

জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক এই সমস্ত অসংগতির থাকার কারণে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ উন্নত করার নির্দেশ দিয়ে "ইম্পুভমেন্ট নোটিশ" জারি করেন।

তাছাড়া মেয়াদউত্তীর্ণ চা পাতার প্যাকেট উদ্ধার করে ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই পরিদর্শনকালে তিনটি পণ্যের খাদ্যের গুণমান যাচাইয়ের জন্য "সার্ভেল্যান্স নমুনা" সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক জানান ভবিষ্যতে পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখলে এবং মেয়াদউত্তীর্ণ খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লাইসেন্স বাতিলসহ কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আগামী দিনেও এই ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 10-09-2026, 01:40